কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এর পাঠ্য ১৯৪৬ হইতে ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত

(পৌরাণিক নাটক

১লা পৌষ, ১২৯০ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

না-হব তো
ভাগাচী

দেড়টাকা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

নল	...	...	...	নিষধ-রাজ।
পুষ্কর	...	...	...	রাজ-ভ্রাতা।
বিদূষক	...	...	...	রাজ-সখা।
ভীমসেন	...	...	...	বিদর্ভ-রাজা।
ঋতুপর্ণ	...	...	...	অযোধ্যা রাজ।

ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম কলি, দ্বাপর, রাজগণ, সারথি,
মন্ত্রী, দূতদ্বয়, রক্ষী, ব্যাধদ্বয়, মুনি, গ্রামবাসী,
নাগরিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

দময়ন্তী	...	...	বিদর্ভ-রাজকন্যা ও নলের মহিষী।
কেশিনী	...	...	ঐ সখী।
রাজ-মাতা	...	...	চেদী-রাজ-জননী।
সুনন্দা	...	...	চেদীনগরের রাজ-কন্যা।
রাণী	...	...	ভীমসেনের মহিষী।

সখিগণ, অপ্সরাগণ, ব্রাহ্মণী, জনৈকা বৃদ্ধা, ধাত্রী ইত্যাদি।

১লা পৌষ সন ১২৯০ সালে ষ্টার থিয়েটারে
প্রথম অভিনীত হয়

প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

স্বত্বাধিকারী	স্বর্গীয়	গুর্ম্মুখ রায়।
অধ্যক্ষ ও শিক্ষক	”	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
সঙ্গীত শিক্ষক	”	বেণীমাধব অধিকারী।
নৃত্য শিক্ষক	”	কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
রঙ্গভূমি সজ্জাকর	”	জহরলাল দে।
নল	”	অমৃতলাল মিত্র।
বিদূষক	”	অমৃতলাল বোস।
পুষ্কর	”	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
কলি	”	অঘোরনাথ পাঠক।
দ্বাপর, রক্ষী ও গ্রামবাসী	”	পরাণকৃষ্ণ শীল।
ভীমসেন, মন্ত্রী ও মুনি	”	মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
ঋতুপর্ণ ও যম	”	উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
ইন্দ্র ও প্রথম ব্যাধ	”	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
অগ্নি ও সারথি	”	কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
বরুণ ও দূত	”	শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)।
দূত	”	শ্যামাচরণ কুণ্ড।
ব্যাধ	”	গিরীন্দ্রনাথ ভদ্র।
দময়ন্তী	পরলোকগতা	বিনোদিনী।
রাজমাতা	পরলোকগতা	গঙ্গামণি।
সুনন্দা	”	ভূষণকুমারী।
রাণী, ব্রাহ্মণী ও জনৈকা বৃদ্ধা	”	ক্ষেত্রমণি।
ধাত্রী	”	যাদুকালী।

নল-দময়ন্তী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপবন

নল ও বিদূষক

নল। সখা, হের বন উপবনসম,
নৃত্য করে ময়ূর-ময়ূরী ;
বহে বায়ু ধীরি ধীরি মকরন্দ বহি ;
দোলে ফুল সোহাগ-পরশে ;
সরস কুসুমে রসায় ঋষির মন ;
তাহে কুহুতান মত্ত করে প্রাণ ;
রম্য স্থান হেথা—ক্ষণ করহ বিশ্রাম
সখা, সখা—

বিদূ কারে কহ মহারাজ ?
যে হিড়িক্ টান্—
সখা তব ক'রেছে পয়াণ ;
আর কোথা পাইবে সখারে ?
বাবা! রথ চলে এত বেগে ?

দিব্য করি,—ক্ষুধায় যদ্যপি মরি,
আর মিষ্টান্ন অদূরে থাকে,
তবু তব রথে না যাব কখন।
আর কারে বলি ?
রাজার পিরীত কিছু ভুতুড়ে ধেতের ;
বন পেলে পিরীত ঝাঁপিয়ে ওঠে।
ভাল, মহারাজ,
কখন' কি করি নি পিরীত ?
দেখি নি ত এ বেতর ঢঙ।

নল। বর্ব্বর, দেখ কি অতুল শোভা ;
চিনিয়াছ মিষ্টান্ন কেবল !

বিদূ। আর মহারাজ চিনেছেন নব ঘাস !

নল। (স্বগত) তর তর পত্র যথা প্রভাত-সমীরে,
প্রাণ কাঁপে নিরন্তর ;
দুখ-সুখ-মাঝে আশা দোলায় আমায়।
আরে মন ! রত্ন কার করে আশা ?
ত্রিভুবন রত্ন করে আকিঞ্চন।
স্বয়ম্বরে যাব—লজ্জা পাই পাব—
বারেক দেখিব,
নয়নে শ্রবণে বিবাদ ঘুচাব।
এ জীবনে কি বা পাব ?
দেখিব সে কল্পনা-প্রতিমা।

হায় !

কেন মনে হয় সে আমায় ভালবাসে ?

বিদূ। মহারাজ, ভাণ্ডাও আমায় ?

ঠেকিয়াছ পিরীতের দায় ?

জানি আমি—আমার' ত গেছে দিন।

নল। দেখ সখা !—ব্যাকুল ভ্রমর

গুঞ্জরি' জানায় মনোজ্বালা ;

মুদিত নলিনী ফিরে নাহি চাহে আর ;

এ কি—এ কি কঠিন ব্যাভার !—

দেখ সখা, নিরাশায় ভ্রমরা ফিরিল !

বিদূ। এই টুকু নূতন কেবল !

আমি যবে ব্রাহ্মণীরে দেখি—

ঐ কড়া শ্বাস, ঐ রূপ উপর চাউনি—

মিষ্টান্ন পাইলে

হয় ত বা রয়ে গেল গোটা দুই !

কিন্তু, ভ্রমর এল কি গেল কখন' দেখিনি !

মহারাজ, কেঁদে ফেল ;

আমি ব্রাহ্মণীকে দেখে কেঁদে তবে বাঁচি,

তবে ক্ষুধা হয় !

নল। সখা, সত্য কহি—

নলরাজা নহি আমি আর ;

ছি ছি কত করি, মন বুঝাইতে নারি ;

রাজ্য ধন মান নাহি চাহে প্রাণ ;
ক্ষত্রিয়ের প্রাণের সুসার
বীর্য্য বল কাজ নাহি আর ;
প্রাণ তৃষিত আমার—
দাবানল দহে সদা।
সে প্রমদা আমারে কি চাবে ?
সে রতন ত্রিভুবন করে আকিঞ্চন ;—
কোন্ গুণে পাব তারে ?
যাব—যাব স্বয়ম্বরে ;—
আর লাজে বাধে কি বা ?

বিদূ। কোথা যাও ? একে ঘোর সন্ধ্যা—
তায় এই সোমত্ত বয়েস, রাজা,—
তায় পিরীত হাঙ্গামে !
একা কেন ঘাটে বসে খাবে জল ?
মহারাজ, চল, বিলম্ব কর' না ;
জান ত মৃগয়া ক'রে
বনে মিষ্টান্ন না মেলে ;
যত দূর পদ্মের ডাঁটায় হয় !

নল। দেখ সখা, কিবা দীপ্তি অকস্মাৎ !
খোলে জলে মুদিত নলিনী !

পদ্ম হইতে দেববালাগণের আবির্ভাব

গীত

ইমন্ বেহাগ—একতালা

হায় রে হায়! প্রেমিক যে জন
সে কেন চায় ভালবাসা?
দিলে নিলে, বদল পেলে,
ফুরিয়ে গেল প্রেমপিয়াসা!
প্রেমে চায় ভালবাসি, পরাব না, পরবো ফাঁসি
চায় না প্রেম কেনা-বেচা—ভালবেসে পুরায় আশা।

নল। (স্বগত) সত্য, কেন প্রাণ চাহে বিনিময়?
সঙ্গীতের ছলে
দেব-বালা দেন উপদেশ।
আশা নাচায় কাঁদায়;
আর ছলনায় ভুলিব না;—
আশা দিব বিসর্জ্জন।
পরি প্রেম-ফাঁসি হইব সন্ন্যাসী;
ভালবেসে আশা মিটাইব।

দেববালাগণের গীত

সিন্ধুড়া থাম্বাজ—একতালা

প্রাণে যার সয় না ব্যথা সে কেন কয় প্রেমের কথা?
প্রেমে দিন যাবে কেঁদে—প্রেমিক যে জন সে ত জানে।
প্রাণ দিতে যে জানে পরে, বিচ্ছেদের ভয় সে কি করে?

বিচ্ছেদে অবিচ্ছেদে—হৃদয়-চাঁদে হেরে ধ্যানে !
যে আপনা হারে চায় সে কারে ?
সাধের ফাঁসি খুলতে নারে !
প্রাণ মজে প্রাণ দিয়ে পূজে,
ব্যথা কি তার থাকে প্রাণে ?
দেববালাগণের জলমগ্ন হওন

নল। (স্বগত) সত্য, আমি ভালবাসি ;
আমি প্রাণ দিছি তারে ;
তবে, দানে কেন চাই প্রতিদান ?
সুস্থ হয় প্রাণ
যদি আশা ক'র বিসর্জ্জন।
কিন্তু,
মরাল-বচনে মনাগুণে জ্ব'লে মরি !
সে চায় আমায়—
বলে গেছে স্বর্ণ-বিহঙ্গম।
চায় বা না চায় দেখি পরীক্ষায়।
দেখে যাব—কোন্ ভাগ্যধরে
আদরে সে রমণীরতন।
(প্রকাশ্যে) সখা, সখা ! এ কি ভাব তব ?

বিদু। হায় ! আমি গরীব ব্রাহ্মণ—
কেন ঠেকিলাম রাজার পিরীত-দায় ?

নল। সখা, সখা ! আচ্ছন্ন কি হেতু তুমি ?

বিদু। রস' তুমি মহারাজ ;
কর দেখি অঙ্গুলি দংশন,—
দমা ধ'রে গেছে বুকে ;
বাবা দু দুবার !
মহারাজ, তোমার এ প্রেমের হিড়িকে
যে কারুর প্রাণ বাঁচে, এমন ত বোধ হয় না।
ঘরে ব'সে কোথা পেলে রাক্ষুসে প্রণয় ?
রাক্ষসী নিশ্চয় !
বনে একা পেলে ভুলিয়ে নিয়ে যায়।

নল। সখা !
অনুমানে জ্ঞান হয় দেবকন্যাগণ ।

বিদু। তোমার প্রেমের চোটে
পদ্ম ফেটে দেব-কন্যাগণে এল' বনে !
নিশ্চয় রাক্ষসী ; ইচ্ছা যদি, রহ রাজা ;
আমি—সোঁদা ব্রাহ্মণের ছেলে—
ভরা সাঁজে হেথা নাহি রব ।

নল। যাও সখা, কহ গিয়ে সারথিরে—
অশ্বগণে দেয় তৃণ পানি ;
এ কাননে করিব বিশ্রাম আজি।

বিদু। রাজা রাজড়ার খেলা—
পালা, বামুন, পালা।

প্রস্থান

ইন্দ্র, বরুণ, যম ও অগ্নির প্রবেশ

ইন্দ্র। জয় হোক মহারাজ।

নল। তেজঃপুঞ্জ মূরতি সুন্দর—
পুরুষ প্রবর,
কেবা তুমি সম্ভাষ কাননে?
পরিচয় দেহ মোরে,
কহ মহাজন! কি বা প্রযোজন
সাধিবে তোমার দাস?

ইন্দ্র। শুন মহামতি! আমি—দেবরাজ;
মায়াবন করিয়া সৃজন
আসিয়াছি ধরামাঝে।

নল। সফল জনম মম;
বহু পুণ্যে পাইলাম দরশন।

ইন্দ্র। আসিয়াছি বড় আশে তব পাশে,
কর সত্য, ওহে সত্যবান্,—
কৃপাবান্ হবে মম প্রতি?

নল মিনতি কি হেতু, দেব! আজ্ঞাবাহী দাসে
যে বা আজ্ঞা হয়,
প্রাণপণে সাধিব নিশ্চয়;
দেবরাজ! আদেশ কিঙ্করে।

ইন্দ্র যার তরে যাও স্বয়ম্বরে,
তারে হেরে মদনে পীড়িত মম প্রাণ!

হেরি' সে রূপ-মাধুরী
ধৈর্য্য না ধরিতে পারি ;
ইন্দ্রত্ব যদ্যপি মম যায়,
ক্ষতি নাহি তায়—
ধরি নরকায় রহি তারে ল'য়ে সুখে !
কিন্তু, সুলোচনা তোমা বিনা
অন্য জনে না হেরে নয়ন কোণে ;
হংস-মুখে তব বার্ত্তা শুনি'
আছে তব ধ্যানে ;—
নলরূপ নিয়ত নয়নে জাগে !
তাই মহাশয়, চাই তবাশ্রয়—
দূত হয়ে যাও তার বাসে ;
বরিতে আমায় বুঝাও বালায ;
শচী হ'তে রাখিব আদরে—
বল তারে ;—স্মর-শরে জরজর তনু ;
ব'ল—দেবরাজ কিঙ্কর হইতে চাহে।

অগ্নি। আমি—অগ্নি, শুন হে ভূপাল,
কি জঞ্জাল করিয়াছি তারে হেরে !
যদি ইন্দ্রে নাহি বরে, ব'ল মোর তরে ;
মন্মথের শরে মন নিপীড়িত মম !

ইন্দ্র। বরুণ শমন
হের, আশীর্ব্বাদ জানায়, রাজন্ !

আসিয়াছে দময়ন্তী-আসে।
আছি চারিজন—
যারে ইচ্ছা—করুক বরণ;
দৌত্য-কার্য্য কর মহারাজ।

নল। শুন দেবগণ!
দেব-কার্য্য করিব সাধন;
যাব আমি দূত হ'য়ে;
কিন্তু, বালা রহে অন্তঃপুরে,
সতর্ক প্রহরী সদা ফিরে;
কি উপায়ে দেখা পাব তার?

ইন্দ্র। দেব-মায়া ঢাকিবে তোমারে—
অদৃশ্যে পশিবে, রাজা।
হেথা পুনঃ দেখা পাবে মো সবার।

দেবগণের প্রস্থান

নল। (স্বগত) আরে, সত্যঘাতী মন!
কেন হও বিচঞ্চল?
উচ্চ শিক্ষা শিখরে হৃদয়,
পর-সুখে হ'তে সুখী;
দুর্ল্লভ রতন,
পার যদি, যত্নে কর দেবে সমর্পণ,
বিসর্জ্জন কর রে লালসা;
দেবরাজ ইন্দ্র যাহে চায়,

সে সুধায় নরে কোথায় পায় ?
দেবাঙ্গনা মিলাইব দেবসনে !
আরে রে অবোধ মন ! যদি ভাল বাস
সুখে তার কি হেতু অসুখী তুমি ?
শচী সনে রবে ইন্দ্রাসনে—
কি হেতু অসুখী হও ?
ছি ! ছি ! দুর্নিবার নয়নেব ধার।

প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

দময়ন্তী ও সখিগণ

ম। হেরিলাম সুন্দর মরাল
সরোবরে ভাসে কুতূহলে ;
স্বর্ণ-পাখা হেরি মনোহর
ধাইলাম ধরিতে সত্বর ;
বক্রগ্রীবা মানিক নয়নে
চাহিল কাঞ্চন-বিহঙ্গম ;
নর-স্বরে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল,—
"নলরাজ পাঠাইল মোরে ;
তোর তরে ভূপতি উদাস !

দময়ন্তী ধ্যান জ্ঞান তাঁর" ;
সখি, মুগ্ধপ্রায় কতই শুনিনু ;
দু' নয়ন ভাসিল সলিলে ;
ছলে পুনঃ কহিল সুবর্ণ-দূত,—
"দেহ লো যুবতী ! বারি-বিন্দু দুটি তোর,
যত্নে দিব নলের নিকটে !"
উন্মত্তের প্রায়—
লাজ খেয়ে কতই কহিনু ;
চাহিল অঙ্গুরী,—পুত্তলীর প্রায় দিনু ;
দেখিতে দেখিতে উড়িল সে মাযাবী মরাল।
বুঝি মন্মথের অনুচর পাখী ;—
ললনায় কাঁদায় মদন ;
সখি, সখি, কে আগে জানিত,
দাসী হ'তে চায় প্রাণ !

সখিগণের গীত

অহং-কানেড়া—পোস্তা

প্রাণে প্রাণ পড়লো ধরা, ব'লে গেল সোণার পাখী ;
প্রেমের খেলা, প্রেমের লীলা, চখে চখে' রইল বাকী।
নয়নকোণে চাইবি যত, বাণ খাবি বাণ হানবি তত,
নীরবে প্রাণের কথা, আঁখিসনে কবে আঁখি।

দম। সখি, বুঝ না বুঝ না প্রাণের বেদনা—

তাই রঙ্গ কর কত !
প্রাণ দি'ছি নলে—নল মম প্রাণনাথ ;
ভেবে মরি,—
স্বয়ম্বরে যদি তাঁরে নাহি হেরি।
সখি, সত্য কি কহিল পাখী ?

সখী। সখি ! সত্য মিথ্যা বুঝ মনে মনে ;
পদ্ম-আশে ভ্রমরা আপনি আসে,—
ভৃঙ্গ কেন না আসিবে তোর ?
যার তরে কাঁদে যার প্রাণ,
সে কাতর তার তরে।

দম। সখি, দেখ—দেখ আসছেন নলরাজা !
সখি, এসেছে রতন, করহ যতন,
আমি ত আপনহারা !
নিত্য হেরি যে বদন ধ্যানে,
দেখ লো, নয়নে—
সম্মুখে সে নিরুপম ঠাম !
সখি, ধর—ধর, কাঁপে লো অন্তর মোর !

নলের প্রবেশ

১ম সখী। মহাশয়, দেহ পরিচয় ;—
অকস্মাৎ,
কে তুমি উদয়, দেব, রমণী-মাঝারে ?

নল। নল নাম—শুন, সুলোচনে!
দেবরাজ-আদেশে এসেছি,
দেব-বলে পশিয়াছি অন্তঃপুরে ;
কেন রাজবালা, উতলা আমারে হেরে ;
আমি দেব-দূত—দাস তাঁর।

দম। নাথ, কি বল—কি বল? আমি দাসী,
তবে আশে রাখি প্রাণ।

নল। ভদ্রে, দেব-কার্য্যে মম আগমন ;—
ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, শমন,
তব প্রেম করি' আকিঞ্চন
পাঠাইল হেথা মোরে ;
মন চাহে যারে, বর তারে, বরাননে,—
দেবের বাঞ্ছিত তুমি ;—
এ সুধার নর নহে অধিকারী!
দেবরাজে যদি, সতি, ভজ,
রবে শচী হ'তে আদরে, সুন্দরি!
অগ্নি বা বরুণ, যম—
যারে মালা করিবে অর্পণ—
যতনে সে রাখিবে তোমারে।

দম। প্রভু, কি কথা দাসীরে বল?
নহি দ্বিচারিণী ;
হংস-মুখে শুনি, তব পায় দিছি প্রাণ ;

তুমি—প্রাণনাথ ;
আশ্রিতে হে কর' না আঘাত ;
আমি নারী, বাঞ্ছা করি নরে,
না চাহি অমরে ;
নল মম হৃদয়ের রাজা।
যদি, প্রভু, নিদয় হইবে,
নারী-বধ লাগিবে তোমারে।
দেব-দূত, কহ গিয়া দেবগণে—
পিতাসম গণি চারি জনে ;
যাচি শ্রীচরণে—নল স্বামী হয় মোর
প্রাণসখা, স্বয়ম্বরে দিও দেখা ;
নহে, তখনি ত্যজিব প্রাণ ;
নল বিনা আমি আর কার ?
তুমি হে আমার ;
প্রাণেশ্বর, কেন ছল কর ?
ছলে প্রভু, ভুলাতে নারিবে ;
স্বামী ! পত্নীরে ঠেলনা পায়।

নল। (স্বগত) আরে হীনবল প্রাণ !
নারীর বচনে হইতেছ বিচঞ্চল ?
(প্রকাশ্যে) শুন সুলোচনে !
যদি ভালবাস,
ভালবাসা চিরদিন রবে,

সঁপি' কায় পূজা কর দেবতায়,
আপনায় দেহ বলি ।
দেব-কার্য্যে নরে ধরে দেহ ।
দেব-কার্য্যে আসিয়াছি, সুবদনি,
দেব-কার্য্যে যাচি জানু পাতি'—
দেবে কর দেহ-দান ;
তব আত্ম-বিসর্জ্জন
জগজ্জন করিবে কীর্ত্তন ।
শুন, বরাননে, সুখ তুচ্ছ গণি'
দু'খে সুখ শিখ মোর তরে ;
আমি ও কেঁদেছি,
কাঁদিয়ে শিখেছি ; কেঁদে কেঁদে হব সুখী ।

দম । প্রভু, কি দিয়ে করিব দেব-পূজা ?
দেহ, প্রাণ,—কিছু আর নহে মোর ;
দেবগণে সাক্ষী করি' কহি—
সকলি হে দিয়েছি তোমায়,
জানি, নাথ, তুমি হে আমার ;
দানে তব নাহি অধিকার ।
ধর্ম্মপত্নী আমি তব ;
দেহ মোরে, পতি-পূজা-উপদেশ ;
কহ, নাথ, স্বয়ম্বরে দিবে দেখা ?

নল । দেব-দূত—দাস-কার্য্যে নিযুক্ত, কল্যাণি,—

এবে আমি নহি ত স্বাধীন ;—
অঙ্গীকার কেমনে করিব ?

দম। প্রভু, ছেড়ে যাবে ভেব না কখন ;
সতী পায় পতি-দরশন—
দেবতা মিলায় আনি' ;
যেতে চাও যাও হে নির্দ্দয়,
দাসী পদ কভু না ছাড়িবে।—
দেবগণে পিতাসম গণি।

নল। যাই, সুলোচনে,
দেবগণে দিই গিয়ে সমাচার।

দম। দেখা দিবে স্বয়ম্বরে ?

নল। না পারিব দেবাদেশ বিনা।

নলের প্রস্থান

দম। দিয়ে নিধি, কেন বিধি, হও প্রতিকূল ?
ছি! ছি! ধিক্ নারীর জীবন!
সাধিতে কাঁদিতে দিন যায় ;
যারে প্রাণ চায়—সে আমারে ঠেলে পায় ;
তবু প্রাণ তত কাঁদে তার তরে!
আরে! আরে! এ প্রাণের তরে
লজ্জাহীনা কত আর হব ?—
কতই সাধিব ?—

ছি! ছি! প্রাণ,
বার বার কত হ'বি অপমান ?

সখিগণের গীত

গারা ঝিল্লা—একতালা

আগে কি জানি বল, নারীর প্রাণে সয় হে এত ?
কাঁদাব মনে করি ; ছি! ছি! সখি, কাঁদি কত।
সাধ করি—সে সাধ্‌বে এসে, প্রাণের জ্বালায় সাধি শেষে ;
লাজ-মান ভাসিয়ে দিয়ে, অপমান আর সব কত ?

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রাঙ্গণ

বিদূষক ও সারথি

বিদূ। শুন হে সারথি,
ব্রহ্ম-হত্যা যদি নাহি চাও—
যথা পাও মিষ্টান্ন আনিয়া দাও।
মরুভূমি বিদর্ভ নগর,
সারাদিন কিছু খাই নাই ;
দেখ, হ'ল প্রায় সূর্য্যোদয়,
বাল্যভোগ গিয়েছে চিতায় ;

ভূতে পেয়ে রাজা প্রেম খায়,
ঝোপে ঝাপে রজনী কাটায় ;
আমি, বল, কেমনে সামাল দিই ?
রঙ্ বেরঙা পিরীত,
দেখেছি ত যথোচিত ;
বলি, ও সে হাঙ্গামে আমি ত পড়েছি ;—
কবে ভোজন ভুলেছি বল ?
রাজার এ নয় ত পিরীত,
পেত্নীতে পেয়েছে নিশ্চয় ;
ঐ দেখ,
ছেমোচাপা ছম্‌ছমে আসে রাজা !

নলের প্রবেশ

মহারাজ, তব পিরীতের দায়
ব্রাহ্মণের প্রাণ যায় ;—
কে যেন কাহারে বলে ?

নল। আরে রে বাতুল, কি জানিবি—
কি বেদনা মর্ম্মস্থলে মোর ?
সুত ! যাও, অশ্বগণে কর গে সংযত—
আজি যাব নিষধ নগরে ;
(স্বগত) না, না—
যাব স্বয়ম্বরে, বারেক দেখিব তারে ;
(প্রকাশ্যে) রহ প্রস্তুত, সারথি,

আজ্ঞা মাত্র পাই যেন রথ।

সারথির প্রস্থান

(স্বগত) আহা, সরলা ললনা !
দেবের ছলনা কেমনে বুঝিবে বালা ?
ফেলে যাব তায় !
প্রাণ আর ফিরিতে কি চায় ?
হায় ! সে আমারে চায়,—
আমি তার হব,
যাব আমি সভামাঝে ;
কিন্তু,
ছলে ভুলে, বরে যদি নল-বেশী দেবে—
কেমনে বাঁধিব প্রাণ ?
সভামাঝে হারাইব জ্ঞান,—
উপহাস্য হব লোকে !

বিদূ। মহারাজ, পিরীতের নানান্ ভিরকুটি
জ্ঞাত আছে গরীব ব্রাহ্মণ ;
কড়া শ্বাস, ঊর্দ্ধ দৃষ্টি—
এ সব রকম জানা আছে কিছু কিছু ;
কিন্তু,
প্রাতে কিছু বেতর রকম !

নল। আরে রে বাতুল,
পরিহাস-সময় এ নয়।

বিদূ। ভাল,

বুঝিলাম তবু জীয়ন্ত রয়েছ, রাজা!

বলি, অত কেন? মালা দিতে হয়, দেবে;

মহারাজ, আমি ত বাতুল,—

বল দেখি, এত কি নলের সাজে?

নল। সখা, নল রাজা নাহি আমি আর।

আহা! অশ্রুপূর্ণ লোচন বালার—

সকাতরে প্রণয় যাচিল,

লাজ খেয়ে প্রাণ বিলাইয়ে পায়;

হায় রে নির্দ্দয়!—

পলায়ে আইনু আমি;

পুতলীর প্রায়

একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল;

নীরব ভাষায়

প্রাণে প্রাণে কহিল আমায়,—

"দেখ' নাথ, রেখ' মনে"

আমি অভাজন—

এ রতন বুঝি নাহি পাব!

হেরি' পঞ্চ নল—

উন্মাদিনী বালা কতই কাঁদিবে!

কেমনে নীরব রব?—

পরিচয় কেমনে না দিব?

কেমনে বাঁধিব প্রাণ ?
আঁখি-বারি কেমনে বারিব ?

বিদূ। রাজা, পঞ্চশরে ব্যাকুল তোমার প্রাণ,—
পঞ্চ নল কোথা পেলে ?

নল। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, শমন,
চারিজন বসিবেন মোর রূপ ধরি' ;
তাই ভাবি—স্বয়ম্বরে যাব কি না যাব।

বিদূ। এ ত বড় বাড়াবাড়ি দেবতার !
এ আবদার কেন, রাজা ?

নল। দময়ন্তী-আশে আসিয়াছে চারিজন।

বিদূ। মহারাজ, দেবতাদের ত বিলক্ষণ !
যারে তারে প্রয়োজন !
মর্ত্ত্যে এল মানবী-আশায় !
মহারাজ, কেমনে জানিলে ?

নল। কৃপা ক'রে বলেছেন তাঁরা মোরে।

বিদূ আহা, অতুল করুণা !
আর কৃপা করি যাইবেন দময়ন্তী ল'য়ে !
মহারাজ, কি দিলে উত্তর ?
আমি হ'লে বলিতাম,—
'করুণায় কাজ কি, রতন ?'
এই হেতু এত চিন্তা তব ?
আমি সভায় চীৎকার ক'রে কব,—

এই নল রাজা,—
দময়ন্তী, এস এই স্থানে।

নল। করিয়াছি পণ, নাহি দিব পরিচয়।

বিদূ। মহারাজ, তুমিও রতন!
নাও—কোণে যাও,
ঐ ঝোপে ব'সে কাঁদ।

নল। স্বয়ম্বরে যাব কি না যাব, ভাবি;
সভামাঝে নারী যারে অনাদরে,
ধিক্ তার জীবন যৌবন!
প্রাণ যারে উন্মাদ হইয়ে চায়,
অন্য জনে মালা তুলে দিবে—
কত জ্বালা যে জানে সে জানে!
যাব স্বয়ম্বরে, প্রাণে প্রাণে কবে কথা;—
সরলা আমারে চায়।—

নলের প্রস্থান

বিদূ। বাবা, যত বাগ্‌ড়া রাজার পিরীতে? বেয়াড়া রকম সব; দেখ না, এলেন কি না যম! আমি হতেম ত বিলক্ষণ দু' কথা শুনুতেম। বাবা! যমটা যেন কেমন কেমন দেবতা! নামটা মনে হলেই, গাটা ছম্ ছম্ করে! দূর হোক্, এবার থেকে সন্ধ্যা না ক'রে আর খাব না। আমার ইচ্ছা করে, ভাল ক'রে মোণ্ডা সাজিয়ে একবার যমকে পূজো দিই; যেই দু' হাতে বদনে তোলে— বলি, তবে রে মোণ্ডার ঠেলাটি বোঝো! বামুনের ছেলে—সন্ধ্যা-

আহ্নিক কল্লেম বা না কল্লেম, অত ধরো না। যাই আমিও যাই সভয়ে ; বড় ক্ষুধার প্রাদুর্ভাব—ভাণ্ডারটা ঘুরে যাই।

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

স্বয়ম্বর-সভা

রাজগণ, ভট্টগণ প্রভৃতি আসীন ; ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ
ও যমের নলরূপে অবস্থান।

১ম ভট্ট। এ কি স্বয়ম্বরে চারি নলরাজা ?

নলের প্রবেশ

২য় ভট্ট। হের পঞ্চম উদয় আসি'।

রাজা ভীম সেনের প্রবেশ

ভীম। এ কি বিড়ম্বনা ?
শুনি মহিষীর মুখে
কন্যা মম চাহে নলরাজে ;
এ সমাজে পঞ্চ নল ?
হায় !
কেবা করে ছল অবলা বালিকা সনে ?

দময়ন্তী ও সখিগণের প্রবেশ

সকলে। আহা, কি মোহিনী ছবি !

দম। এ কি ! সভামাঝে পঞ্চ নল ?

দেবগণে করিছেন ছল ;
ওহে, ধর্ম্ম-আত্মা দেবগণ !
ধর্ম্মরক্ষা কর অবলার ;
দেহ সবে নিজ নিজ পরিচয়,
নাহি পারি করিতে নির্ণয়—
নারী আমি ;—দেবমায়া কেমনে ভেদিব ?
হের, কাতরা নন্দিনী ;—
পতি-করে করহ অর্পণ তারে ;
প্রাণেশ্বরে দেহ দেখাইয়া ;
দেবগণ ! দেহ নিদর্শন
যাহে সতী পায় নিজ-পতি ;
মালা করে
ধর্ম্ম সাক্ষী করি, কহি সভামাঝে ;
নল মম প্রাণেশ্বর।

দেবগণের নিজ নিজ মূর্ত্তিধারণ

প্রাণেশ্বর মালা পর গলে।

মাল্য প্রদান

নল। প্রাণেশ্বরি, প্রাণ লও বিনিময়ে।

ইন্দ্র। হে কল্যাণি !
তব যোগ্য নলরাজা, নল-যোগ্যা তুমি ;
চারিজনে করি আশীর্ব্বাদ
স্বামি-ভক্তি অচলা রহুক তব ;
সতি ! ধর্ম্মে তোর রবে মতি,

অলক্ষিত বিদ্যা
দেই যৌতুক স্বামীরে তব ।

অগ্নি । হে কল্যাণি ! যৌতুক আমার—
অগ্নি বিনা নলরাজা করিবে রন্ধন ।

বরুণ । জল পাবে যথাতথা—
নলরাজে করি আশীর্ব্বাদ ;
কল্যাণি বঞ্চিহ সুখে ।

যম । প্রাণিবধ-বিদ্যা দিই পতিরে তোমার ;
চারুনেত্রে ! করি আশীর্ব্বাদ,—
অবিচল ধর্ম্মে রবে মতি
হবে পতি-সোহাগিনী ।

দম । কিঙ্করীরে অপার করুণা !

নল । ওহে, অন্তর্যামী দেবগণ !
কৃতজ্ঞতা কি ভাবে প্রকাশে দাস ?

সখীগণের গীত

সাওন—বাহার—একতালা

কোন্ গগনে ছিল রে এ দুটি চাঁদ ? এল ধরাতলে ।
চাঁদে মিলে, দেখ, কত খেলে ;
আধ হাসে রে চাঁদ, আধ ভাসে রে চাঁদ,
ভাসে নয়ন-জলে ।
কথা চাঁদে চাঁদে, কথা কত ছাঁদে,
কথা নয়নে নীরবে রে !—
পিয়ে সুধা, প্রাণ দোলে ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপবন

কলি ও দ্বাপর

কলি। একাদশ বর্ষ করি রন্ধ্র অন্বেষণ!
বৃথা পরিশ্রম—মনোরথ না পূরিল।
ধর্ম্ম-পরায়ণ নল বিচক্ষণ
নারিলাম প্রবেশিতে শরীরে তাহার,
নাহি অনাচার—
মম অধিকার নিষ্ঠাচারজনে নাহি;
হায়! না দেখি উপায়;
ঈর্ষানলে দহে প্রাণ।
ছি! ছি!
কত অপমান সহিলাম স্বয়ম্বরে;—
দময়ন্তী যৌবনের ভরে
দেবে অনাদরে!
নলে বরে দেব-সভামাঝে।
কি প্রেম-বন্ধনে আছে দুইজনে;
অবিচ্ছেদ বহিছে প্রবাহ;

অহরহ হেরি, প্রাণে জ্বলে মরি ;
ভাল—আর দেখিব কয়েকদিন ;
নলরাজে যদি নাহি পারি
বৃথা কলি নাম ধরি।
সংসারের অধিকারী হইব কেমনে ?
ক্রীড়া-দাসী কুমতি আমার—
সতর্ক রয়েছে সদা ;
কিন্তু নলে, কোন ছলে না পারে ভুলাতে।

দ্বাপর। দেখ, আর নাহি প্রয়োজন ,
দেবরাজ করেছেন নিবারণ,
শুনেছ ত দময়ন্তী নহে দোষী ;
স্বয়ম্বর স্থলে—
দেবাদেশে বরিয়াছে নলে ;
দেহ ক্ষমা—হিংসি নাহি কাজ।

কলি। ক্ষমা কোথা হৃদয়ে আমার ?
কুৎসিত আচার—মম অলঙ্কার,
হিংসা, দ্বেষ—সহচর ;
মিথ্যাকথা, নিষ্ঠুরতা—
সহায় আমার।
ক্ষমা আমা হ'তে না সম্ভবে ;
নিজ কার্য্যে যাও হে দ্বাপর।
আমি নলে না ছাড়িব।

দময়ন্তী গরবের ভরে,
নল বিনা চক্ষে নাহি দেখে কারে।

দ্বাপর। সাধে কিহে, ক্ষমা-কথা আনি মুখে?
আছি যে অসুখে—তোমাকে কি কব আর!
নিত্য যেন নব অনুরাগ—
নলসনে নিত্য প্রেম-খেলা—
হেরি' বাড়ে জ্বালা আর না সহিতে পারি।
এ প্রণয়ে বিচ্ছেদ কি হবে?
কেন তবে বৃথা করি পরিশ্রম?

কলি। হে দ্বাপর!
শক্তি মম অগোচর নহে তব;—
যথা আমার উদয়;—
ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ সমুদয়;
প্রেম কথা নাহি রয়;
পিতা পুত্রে অরি;
তীক্ষ্ণ খড়্গ ধরি দ্বন্দ্ব করে সহোদরে;
সতী, ত্যজি পতি উপপতি করে সদা
কোনমতে পারি যদি পশিতে শরীরে,
অচিরে দেখিতে পাও প্রভাব আমার।

দ্বাপর। ভাল,
আমা হ'তে কিবা তব হ'বে উপকার?

কলি। অক্ষপাটি হবে তুমি—এইমাত্র চাই।

নল সহোদর,
পুষ্কর দুষ্কর পাপ—প্রিয়,
প্রভুসম নিত্য মোরে সেবে ;
বসিয়া নির্জ্জনে
মনে মনে সাহায্য সে চায় মোর ;
আজীবন করে মন—
নলে দিবে বনবাস ;
রাজ্য-আশ পুরাব তাহার,
ত্বরা দেখা দিব তারে।

দ্বাপর। কেমনে জানিলে তুমি সাহায্য সে চায় ?

কলি। চিরদিন হিংসা করে নলে ;
কিন্তু, নিজ বুদ্ধিবলে
কোন কার্য্য নাহি হয় সমাধান।
হতাশ হইয়ে, শূন্য-পানে চেয়ে ;
নিত্য কহে—“কে আছ কোথায় ?
দেহ সাহায্য আমায়—
ঈর্ষ্যায় নরকে নাহি ডরি” !
দেখ, দূরে আসে ধীরে ধীরে
হেঁটমুণ্ড, চিন্তায় মগন,
পাপ চিন্তা করে অনুক্ষণ।
এস অন্তরালে, মন তার এখনি জানিবে।

উভয়ের অন্তরালে গমন

পুষ্করের প্রবেশ

পুষ্কর। (স্বগত) এক মাতৃগর্ভে জন্ম আমা দোঁহাকার,
আমি পাপাত্মা পুষ্কর,
উনি পুণ্যশ্লোক নল!
রাজ্যে আর রহা নহে শ্রেয়ঃ,
রাজদ্রোহী ভাবে জনে জনে,
মন্ত্রী হেরে সন্দেহ-নয়নে,
হীনমতি সভাসদ পেটুক ব্রাহ্মণ—
কুক্কুর যেমন—সদা পিছে লাগে মোর।
ভাল—রাজ্য ত্যজি' যাব,
যাব—কিন্তু হিংসা না ত্যজিব।
হায়! কেহ নাহি সহায় আমার।
প্রজাগণে সুনিয়মে বশ ;
মন্ত্রী অতি সতর্ক সুধীর ;
সৈন্যগণ সতত প্রস্তুত;
একা আমি কি করিব ?
কি সৌভাগ্য তার—
ইন্দ্রের বাঞ্ছিত নারী বরিল তাহারে!
পুণ্যবান্ জগতে আখ্যান ;
তৃপ্ত মন—অতুল বৈভব-অধিকারী ;
পুণ্যবান্ আমিও হইতে পারি—
সিংহাসন যদি পাই!

হীন প্রাণ নাহি যাচে আপন উন্নতি ।
সন্তোষ—সন্তোষ—
দুর্দ্দশায় সন্তোষ:কোথায় ?
প্রাণ জ্ব'লে যায় !
অবস্থার বিনিময় যদি করে নল,
ধর্ম্ম-বল তবে বুঝি তার ।
নহে,
রাজা হ'য়ে দান যজ্ঞ কেবা নাহি করে ?
দেখি কয়দিন আর—
বিনা রণে ভঙ্গ নাহি দিব ।

কলির প্রবেশ

কলি । কে তুমি ? কি ভাবে মগ্ন অন্তর তোমার ?
কিবা কার্য্য বাঞ্ছা কর ?
ত্যজ ভয় না কর সংশয় ।

পুষ্কর । চিন্তা কিবা ? কেবা তুমি ?
শ্রম দূর করি আসি' এ বিজন স্থলে ।

কলি । শুন বৎস, ভাণ্ডাও না মোরে ।
আমি রে সহায় তোর ;
অন্তর তোমার অগোচর নহে মোর ;
শুন বৎস ! বলি—ঈর্ষানলে জ্বলি ;
কলি নাম খ্যাত চরাচরে,

শুন কথা, ত্যজ মনোব্যথা,
রাজ্যেশ্বর করিব তোমায়,
রাজ্য ত্যজি না কর গমন।

পুষ্কর। (স্বগত) নিশ্চয় মন্ত্রীর চর।
(প্রকাশ্যে) মহাশয়! রাজ্য কেবা চায়?
আমি রাজ-সহোদর,
রাজদ্রোহী নহি।

কলি। শুন, যাহে তব জন্মিবে প্রত্যয়—
দময়ন্তী-আশে যাই বিদর্ভ-নগরে,
স্বয়ম্বরে করিল সে অনাদর ;
দণ্ড তার দিব সমুচিত।
করিব কৌশল,
রাজ্য ভ্রষ্ট হবে রাজা নল,
পত্নীসনে বিচ্ছেদ ঘটিবে ;
যদি তুমি না হও সহায়,
অন্য জনে করিব আশ্রয় ;
বল কিবা ইচ্ছা তব ?

পুষ্কর। কায়, মন, প্রাণ
বলিদান এখনি চরণে দিব,
নল যদি হয় রাজ্যচ্যুত।
কহ মহাশয়।
কিবা কার্য্য চাহ আমা হ'তে ?

কলি। অক্ষপাটি উপায় কেবল !
মায়া-অক্ষ বলে
রাজ্যধন জিনে লবে ছলে ;
ধৈর্য্য ধর সুদিন আসিছে তোর—
স'য়েছ বিস্তর রহ আর কয়দিন।

পুষ্কর। আজি হ'তে ক্রীতদাস তব আমি।

কলি। যাও নিজাগারে—
দেখা দিব সুযোগ হইলে।

কলির প্রস্থান

পুষ্কর। (স্বগত) আজ একি অভিনয়—
কলি আসি হইল উদয়।
দেহ-মন জীবন বেচিনু তারে ;
নহে আজি, বেচিয়াছি বহুদিন—
যবে ধীরে ধীরে, তুষানলসম
রাজ্য-আশা জ্বলিল হৃদয়ে।
এতদিন একা বসে করিনু কল্পনা,
আজি ক্ষমবান্ সহায় মিলিল।
তবে কেন, ভয়ে কাঁপে প্রাণ ?
মৃত্যু যদি হয়,
তবু, অন্য পথ নাহি লব ;
হ'য়েছি কলির ক্রীতদাস,
অঙ্গীকার রাখিব আমার।

অক্ষপাটি—অক্ষ-সুনিপুণ নলরাজা—
আশামাত্র জীবনে উপায়,
আশা ত্যাগ না করিব।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। মহাশয়, না হয় একটু হাস্‌লেন,—না হয় দু'দণ্ড লোকালয়ে ব'স্‌লেন,—মনের কপাট না হয় খানিক খুল্‌লেন। বলি, ম'শয়, হাস্‌তে কি দিব্যি দেওয়া আছে?

পুষ্কর। দেখ্, উপযুক্ত শাস্তি দিব তোরে;
আমি রাজ-সহোদর।

বিদূ। বলি, তাই ত মুস্কিলে ঠেকেছি; নইলে, আমার মাথাব্যথা কি? নিত্য মুখ দেখি—আর ঘরে হাঁড়ি ফাটে। ম'শায়! মুখের ভাবটা এক চেটে করেছেন। হাসি-কান্না দিব্যি ক'রে ব'লতে পারি,—কিছু বোঝা যায় না।

পুষ্কর। হে ব্রাহ্মণ, কেন কহ কুবচন?
এস যদি মমাগারে,
কত দিই মিষ্টান্ন তোমায়।

বিদূ। দেন কি, কেউটে সাপের লাড্ডু? আর গোখ্'রোর মোহনভোগ?

পুষ্কর। দেখ, তুমি রাজ-সখা,
আমি রাজ-সহোদর;
আজি হ'তে বন্ধু তুমি মম।

বিদূ। ইস্, বিষম গ্রহের কোপ। মহাশয়, আহার দিতে

চান, বন্ধু ব'লে ডাকেন, শনির দৃষ্টি নিশ্চয় লেগেছে! নইলে অকস্মাৎ মহাশয়ের এত প্রেম কেন?

পুষ্কর। দেখ, তুমি যথাবাদী,
তাই নিরবধি যাচি আমি বন্ধুত্ব তোমার।

বিদূ। বাম্‌নীর হাতের নোয়ার কি জোর! এতেও এতদিন টিকে আছি। বলি ব্রাহ্মণের ছেলে ত নরবলি হয় না, তবে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব কেন?

পুষ্কর। জানি জানি,
শঠ তুমি মোরে বল চিরদিন।
কিন্তু,
আজি নয় একদিন দিব বুঝাইয়ে—
কত মম অন্তর সরল
সরল অন্তর তব—
তাই প্রাণ তব অনুগত।

বিদূ। যাহোক্ মহাশয়, আজকে একটা উপকার আপনা হ'তে হ'ল। আপনি যে চুপি চুপি পেয়ে আছেন, তা—দোহাই ধর্ম্ম—কে জানে? দোহাই ম'শায়, কৃপা ক'রে ছেড়ে যান, নইলে রোজার বাড়ী যাব।

পুষ্কর। যাই আমি; কর পরিহাস।

গমনোদ্যত

বিদূ। মহাশয়, দুটো গাল দিয়ে যান; যে মিষ্ট মুখ দেখালেন রাত্রে ডরাব! জেনে শুনেই হাসেন না; হাস্‌লে বুঝি সৃষ্টি থাকে না।

পুষ্কর। দূর হোক্।

প্রস্থান

বিদূ। যখন শুনলেম বন-ভোজন—তখনি প্রাণ কম্পন! আবার তার উপর লক্ষণ—পুষ্কর আছেন নিরিবিলি ব'সে, যদি এক হাঁড়া মোণ্ডা নিয়ে চুলোয়ও যাই, সেখানেও যদি পুষ্করকে দেখতে না পাই তা কি বলি, পুষ্কর থাকৃতে উদর চালান দুষ্কর হ'য়ে উঠলো।

নল, দময়ন্তী ও সখিগণের প্রবেশ

নল। বন-শোভা উদ্যানে কোথায়?
স্বেচ্ছাধীন লতা হের, ধায়;
স্বেচ্ছাধীন তমাল প্রসারে বাহু,
বন্য তানে গায় স্বেচ্ছায় বিহঙ্গ ভ্রমি,
ফোটে ফুল, ছড়ায় সৌরভ;
কি বিভব প্রকৃতির?

বিদূ। মহারাজ! রাখ তব বন-উপাসনা;
আজিকার বন নহে যেমন তেমন।
মৃগয়ার বনে ফল—নহে, মৃণাল মিলিত।
আজি দাবানল নাহি হয়।
প্রথম লক্ষণ সুদর্শন সহোদর তব,—
আগমন তাঁর হ'য়েছিল এই স্থানে।

নল। ছি! ছি! কু-কথা কি হেতু বল সখা?

বিদূ। কেন বলি? পাকস্থালী জ্বলে, বলি তাই।
অন্নের দফা ছাই—
বুঝি এইখানেই খাবি খাই।

নল। সখা, সহোদর মম;
নিন্দা কর এ নহে উচিত তব।

বিদূ। দোহাই রাজার! নিন্দা নাহি করি।
করি মাত্র স্বরূপ বর্ণন।
হরেক রকম দেখেছি বদন,
কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বলি দিগ্বিজয়ী সহোদর তব,—

নল। কোথায় পুষ্কর?

বিদূ। ছিলেন নির্জ্জনে
হেরে নর-সমাগম
হ'য়েছেন অন্তর্দ্ধান।

সখিগণের গীত

ললিত বাহার—যৎ

কুহুতানে আকুল করে প্রাণ।
বুঝি রাখতে নারি কুলমান॥
কুসুম হেরি ভুলতে নারি,
মনে পড়ে সে বয়ান॥
গুঞ্জরি ভ্রমরা চলে, মনের কথা পদ্মে বলে,
সাধ হয় সাধি গিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে অভিমান॥

বিদূ। বলি, বনে কি আজ খুনো-খুনি কর্‌বে?

বলি, তোমাদের যেন হাওয়া-খেকো জান,
এ গরীব ব্রাহ্মণের প্রাণ কিসে বাঁচে,
এখন তান্ ধরেছে !

নল। সখা, শুন অতি সুন্দর সঙ্গীত ;
সুধাকণ্ঠ সুলোচনা সখিগণ !

বিদূ। মহারাজ ও পাতলা সুধায় রাজা রাজড়ার পেট ভরে, দেখছেন ঘন ব্রাহ্মণ—আমাদের ঘন রকমের সুধা চাই ! যা হোক এক রকম ত হ'ল—এখন চলুন, শিবিরে যাওয়া যাক্।

নল। প্রিয়ে এই স্থান প্রিয় অতি মম—
হেথায় মরাল-দূত দিল সমাচার,
হেথা কতদিন বসিয়া একাকী
তোমারে করেছি ধ্যান।

বিদূ। মহারাজ, ক্ষান্ত হও
ভয় হয় কথা শুনে ;
আবার কি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হবে রাজা ?
হংস হংস রব তোল কেন ?

নল। আর নাহি ভয়—
দময়ন্তী সহায় আমার।
ঊর্দ্ধ দৃষ্টি আর কেন হবে ?

গমনোদ্যত

দম। নাথ, কোথা যাও ?

নল। আসি প্রিয়ে।

নলের প্রস্থান

সখিগণের গীত

অচং-কানেড়া—পোস্তা

বলে ফুল দুলে দুলে, তুলে দেলো বঁধূর গলে ;
সোহাগ আর করবি কবে ? যাবে মধু বাসি হ'লে।
ফুটেছি আমোদভরে, তুলে নে যা আদর করে,
তোলনা, আর পাবে না,—বলে কুসুম হেসে চ'লে।

সকলের প্রস্থান

দময়ন্তী ও বিদূষকের পুনঃ প্রবেশ

দম। কই, কোথা মহারাজ ?

বিদূ। আজি জানি বিষম বিভ্রাট।
প্রথম পুষ্কর—
তার উপরে উঠেছে হংসের কথা,
রাজা কোথায় বসেছেন ধ্যানে।

নলের প্রবেশ

নল। চল যাই শিবিরে ফিরিয়ে
হেথা—
জল কোথা নাই পদ-প্রক্ষালন হেতু।
এস প্রিয়ে,
ছুঁয়ো না আমায়—অশুচি রয়েছি।

সকলের প্রস্থান

কলি ও দ্বাপরের প্রবেশ

কলি। পূর্ণ মনস্কাম,
দেখ আজি মিলিল সুযোগ,

মূত্র ত্যজি না করিল পদ প্রক্ষালন,
দেখিব কেমন নল ?
দময়ন্তী—বুঝে লব অহঙ্কার।
বাদ মোর সনে ?
রূপ-গর্ব্বে অবহেলা কর দেবগণে ?
আজি সাধের ভ্রমণ,
পুনঃ শীঘ্র যেতে হবে বনে !
দেখি কোথা পুষ্কর এখন।

উভয়ের প্রস্থান

নলের পুনঃ প্রবেশ

নল। কেন মন উচাটন আজি ?
এইস্থানে স্নিগ্ধ হয় প্রাণ ;
মনোলোভা প্রকৃতির শোভা
চিরদিন ভালবাসি।
কিন্তু,
এ কেমন ? তিক্ত সব হয় অনুভব।
পুষ্কর না আসে হেথা ?

পুষ্করের প্রবেশ

পুষ্কর দেখ মহারাজ, কি সুন্দর অক্ষপাটি !
নল। অতীব সুন্দর ! কোথা পেলে ?
এস, আজি করি পাশা-ক্রীড়া।

পুষ্কর। মহারাজ, অক্ষ-সুনিপুণ তুমি,
অক্ষ-যুদ্ধে কে জিনে তোমায় ?
ভাল—ইচ্ছা যদি অক্ষ-ক্রীড়া,
চল মহারাজ, রয়েছি প্রস্তুত।

নল। চল তবে শিবিরে খেলিবে।

পুষ্কর। না না মহারাজ !
রথ আছে প্রস্তুত আমার,
মমাগারে চল গিয়ে খেলি।

নল। চল তবে।

উভয়ের প্রস্থান

কলি ও দ্বাপরের পুনঃ প্রবেশ

কলি। বুঝ মম প্রভাব দ্বাপর।
এক পল নাহি রহে দময়ন্তী বিনা—
গেল তারে শিবিরে রাখিয়া হেথা,
অক্ষ-ক্রীড়া হেতু !
যাও ত্বরা অক্ষে হও আবির্ভাব ;
এ বৈভব কিছু নাহি রহে যেন।
রাজ্য-ধন যাবে—বিচ্ছেদ ঘটিবে—
তবু সঙ্গ না ছাড়িব।
আরে আরে যৌবন-উন্মত্তা বালা—
যার তরে দেবে কর হেলা—
পায়ে ঠেলে চলে যাবে তোরে।

দ্বাপর। চল শীঘ্র—বিলম্বে কি ফল?

কলি। ভাল, তব উৎসাহে সন্তুষ্ট আমি।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

মন্ত্রী ও প্রথম দূত

মন্ত্রী। সত্য কহ;
আসিতেছ রাজার নিকট হ'তে?
অসম্ভব কথা!—
গিয়াছেন রাণীর ত্যজিয়ে?
দণ্ড পাবে মিথ্যা যদি হয়।

দূত। মহাশয়!
সত্য কহি, রাণী পাঠালেন মোরে।
মহারাজ অকস্মাৎ ত্যজিয়ে শিবির
কোথা গিয়াছেন চলি,—
কেহ তাঁর সন্ধান না পায়।

মন্ত্রী। কে আছ রে, বন্দী কর দূতে।
সমাচার আপনি লইব;
নিশ্চয় কে অরি করে ছল।

প্রথম দূতের প্রস্থান

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ

২য় দূত। মন্ত্রী মহাশয়! ভয়ে মম কাঁপে কায়,
মহারাজ পুষ্করের ঘরে ;
অক্ষ-ক্রীড়া হয় তথা।
না জানি কি মায়া-অক্ষ এনেছে দুর্ম্মতি—
বার বার পুষ্কর জিনিছে!
কত ধন করিলেন পণ রাজা,
পুনঃ পুনঃ পুষ্কর জিনিল।
অশ্বপণ শুনি,
আইলাম দিতে সমাচার।

মন্ত্রী। এ কি! কিছু বুঝিতে না পারি।
রে দূত!
চিরদিন প্রত্যয় তোমারে করি,—
অসম্ভব বার্ত্তা কেন দেহ তুমি আজি?

২য় দূত। মহাশয! সত্য সমাচার,
বন হ'তে এক রথে আসি' দুই জনে,
গোপনে করেন ক্রীড়া।

মন্ত্রী। যাও শীঘ্র রাণীরে আগারে আন,
বল তাঁরে সর্ব্বনাশ হেথা—
অক্ষ-ক্রীড়া নিবারণ করুন আসিয়া।

দ্বিতীয় দূতের প্রস্থান

সারথির প্রবেশ

কহ সূত! রাজ্ঞী এসেছেন পুরে?

সারথি। আসিয়াছি রাজ্ঞীরে লইয়ে।
হের, আপনি আসেন দেবী।

দময়ন্তীর প্রবেশ

দম। মন্ত্রী !
শুনিলাম মহারাজ ফিরেছেন পুরে ;
বল তবে কেন তাঁরে নাহি হেরি ?

মন্ত্রী। দেবি ! সর্ব্বনাশ হেথা—
পুষ্করের সনে পাশা খেলেন ভূপতি ;
এস মাতা বিলম্ব না কর ;
চল খেলা করিগে বারণ,
পণে পুষ্কর সকলি জিনে।
এস মাতা, এতক্ষণে না জানি কি হয়।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

পুষ্কর ও নল—পাশা ক্রীড়ায় নিযুক্ত

পুষ্কর। কহ রাজা, কি করিবে পণ ?

নল। রাজপুরে আছে যত বস্ত্র, অলঙ্কার—
এইবার পণ মম।

পুষ্কর। জিনিলাম—দেখ মহারাজ !

নল। অন্য অক্ষ ল'যে কর খেলা।

পুষ্কর। অন্য অক্ষে অন্য দিন খেলিব রাজন।
যদি মিটে থাকে সাধ—
ফিরে যাও পণ না করিতে কহি।

নল। ভাল, এত বড় দম্ভ তোর ?
অৰ্দ্ধ রাজ্য পণ।

(রাণী, মন্ত্রী ও সারথির প্রবেশ)

এ কি ! রাণী এল কোথা হ'তে ?

দম। মহারাজ ! ক্ষমা দাও এ পাপ ক্রীড়ায় ;
নহে সর্ব্বনাশ হবে নাথ !

নল। রাণি ! কেন ভাব ?
পুনঃ জিনি লইব সকলি,—
অৰ্দ্ধ রাজ্য পণ মম।

পুষ্কর। জিনিলাম—দেখ মহারাজ !

দম। মহারাজ,
জেনে শুনে কেন কর সর্ব্বনাশ ?
মায়া অক্ষ এ জেনে' নিশ্চয় ;—
নহে রাজা ! তব পরাজয়
বার বার কেন হবে ?
শান্ত, ধীর, তুমি সদাশয়—
পাশায় উন্মত্ত কিবা হেতু ?
অৰ্দ্ধরাজ্য গেছে—তবু অৰ্দ্ধ রাজ্য আছে ;

এখনও হে, দাও ক্ষমা।
রাজা, রাজ্যভ্রষ্ট হবে—
পুত্র-কন্যা তব বল কোথা যাবে ?
পাপ-ক্রীড়া কর নিবারণ—
রাখ, প্রভু, দাসীর বচন।

নল। প্রিয়ে, নাহি ভয় ; এখনি জিনিব।
রত্নের ভাণ্ডার
আছে চারি সাগর আমার—
এইবার করি পণ।

পুষ্কর। জিনিলাম—দেখ মহারাজ !

দম। নাথ, এখনও হে দাও ক্ষমা।

নল। রাণি, গিয়েছে সকলি।
অর্দ্ধরাজ্যে কিবা ফল ?
আর অর্দ্ধ-রাজ্য মম পণ এইবার।

পুষ্কর। জিনিলাম—দেখ মহারাজ !

নল। দময়ন্তি ! এইবার কিছু নাহি আর।

দম। নাথ, নাথ ! যথা তুমি তথা রাজ্য হবে,
শোক নাহি কর—মহীপাল !

পুষ্কর। মহারাজ ! দময়ন্তী রয়েছে তোমার ;
কেন নাহি কর পণ ?

নল। আরে নরাধম ! প্রাণে নাহি কর ডর ?

(আক্রমণোদ্যত ও দময়ন্তী কর্ত্তৃক বাধা প্রদান)

নাহি ভয়—না পালাও ভীরু !
মন্ত্রী, আজি হ'তে রাজ্য আর নহে মম,
পুষ্করের অধিকার সব।
(নলের রাজবেশ ত্যাগ ও দময়ন্তীর অলঙ্কার উন্মোচন)
লও মম অলঙ্কার।

(পুষ্করের অন্তরালে গমন)

প্রিয়ে, বিদায় জন্মের মত !

দম। কারে নাথ দাও হে বিদায় ?
আমি ছায়া তব,
বরিয়াছি নল মম প্রাণেশ্বরে,
বরি নাই রাজা নল।
আমি পত্নী তব ;—কোথা' রব তোমা' ছেড়ে ?
আমি দাসী ভালবাসি তব সেবা।
বঞ্চনা কি হেতু কর, প্রভু ?
যদি অপরাধী পদে—
ক্ষম নাথ, কিঙ্করী ভাবিয়ে।
স্বামি, তোমা' ছেড়ে কোথা যাব আমি ?
প্রভো, বাঞ্ছা মাত্র—রব তব সনে,
সেবিব তোমারে—কোন ভার নাহি দিব।
প্রাণেশ্বর, ঠেলনা চরণে।

নল। প্রিয়ে ! কোথা যাবে উন্মত্তের সনে ?
আহা ! রাজবালা, কি দুর্দ্দশা করিলাম তব ?

দম। নাথ, মম সম কে বল ধরণীতলে ?
তুমি মম প্রাণেশ্বর !
বার বার বলেছ আদরে—
আমি তব জীবনের সহচরী।
পায়ে ধরি—আজি কেন অন্য মত কহ ?
তব মুখ হেরি স্বর্গ তুচ্ছ করি,
ইন্দ্রাণীরে নাহি গণি ;
আদরে তোমার—
অতুল বৈভব—অধিকারী !

নল। দেবি !
মনে ভাবি—আমা হেতু ইন্দ্রে না বরিলে,
কোথা যাবে ?
আমি নহি আর সেই নল,—
এবে নিজ অরি !
বুঝিতে না পারি—কেন মম ভাবান্তর।
বুঝহ প্রমাণ—মায়া-অক্ষ জানি'—
তুমি প্রণয়িনী সম্মুখে বারিলে মোরে—
তবু, বার বার করি পণ,
রাজ্য-ধন সকলি হারাই !
বনে যাই তোমা সম পত্নী ত্যজি' !
করি মানা—যেওনা, যেওনা।
শুন বালা, উন্মত্ত হয়েছি আমি ;

কি করি ? কি করি ? না বুঝিতে পারি।
কোথা যাব ?—মনে নাহি ভাবি তিল।
এখনও, এখনও, সত্য কহি চন্দ্রাননে !
কে যেন ইঙ্গিত করে মোরে,—
"আরে রে বাতুল ! নারী ল'যে কোথা যাবি ?
দেখ্ তোর কি দুর্দ্দশা হয়।"
দুর্দ্দশায় নাহি হয় ভয়—
উৎসাহ বাড়ে হে প্রাণে।
চন্দ্রাননে !
এ দশায় কেমনে হইবে সাথী ?
ধরা শূন্যপ্রায় !
শূন্য প্রাণ গেছে কোথা চ'লে,
ছায়াসম দেহ হয় জ্ঞান !
যাই প্রিয়ে, তুমি যাও পিত্রালয়ে।
দেখ, কেহ কিছু জিজ্ঞাসিলে পরে,
বল' প্রিয়ে !—পাপগ্রস্ত হয়েছিল নল।

দম। এ কি কথা বল প্রভু ?
পুণ্যবান্ পুণ্য-আত্মা তুমি ;
ধৈর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য তোমার
চরাচরে খ্যাত, নাথ !
দিন যাবে,—এ কুদিন নাহি রবে।
গেছে রাজ্য-ধন,—জীবন-যাপন

পরিশ্রমে অনায়াসে হবে ।
কুটীর বাঁধিব !
সুখে তথা রব দুই জনে ।
উঠিব প্রভাতে বন্দী-বিহঙ্গম-গানে ;
তরুগণ ফলে ফুলে রাজ-কর দিবে ;
কুরঙ্গ ময়ূরী আসি,
ধীরি ধীরি অতিথি হইবে কত ;
প্রেমের সংসার—দিন বয়ে যাবে সুখে ।

মন্ত্রী । মহারাজ, কিবা আজ্ঞা দাস প্রতি ?

নল । হে সচিব !
বলেছি তোমারে,—রাজা আর নহি আমি,
আর নাহি আদেশ আমার ।

দম । মন্ত্রী, কন্যাপুত্র মম ঘুমায—আগারে,
দোঁহে রেখে এস কৌণ্ডিন্য নগরে ;
আছে তথা আত্মীয় আমার—
আমি যাই পতি সনে ।

নল । বৃশ্চিক দংশন—বৃশ্চিক দংশন ;
ছাড় প্রিয়ে, আর না রহিতে পারি ।

অগ্রে নল ও পশ্চাতে দময়ন্তীর প্রস্থান

মন্ত্রী । মহিষীর আজ্ঞা পাল সূত !
শীঘ্র রথ করহ প্রস্তুত,—
পুত্র-কন্যা ল’য়ে যাব কৌণ্ডিন্য নগরে ।

কে জানিত—এ রাজ্যে এ দুর্দ্দশা ঘটিবে ?
বুদ্ধি ভ্রম নলের জন্মিবে ?
সকলি দেবের লীলা !
কহ সূত ! কোথা যাবে তুমি ?

সারথি। নল বিনা অন্য জনে আমি না সেবিব,—
ভগবান্ দিবেন উপায়।

মন্ত্রী। পুষ্করের রাজ্যে বাস আমি না করিব,—
বন ভাল এ রাজ্য হইতে।

উভয়ের প্রস্থান

কলি ও পুষ্করের প্রবেশ

কলি। শুন হে পুষ্কর !
অর্দ্ধ কার্য্য সমাধান তব ;
রাজ্যে এই দেহ রে ঘোষণা—
যেই নলে স্থান দিবে,
সবংশে বিনাশ তার ;
যেন বারি-বিন্দু তৃষ্ণায় না দেয় কেহ।

পুষ্করের অলঙ্কার লওন

নাহি ভাব অলঙ্কার হেতু,—
রাজ্য সকলি তোমার।

পুষ্কর। যথা আজ্ঞা প্রভু !

পুষ্করের প্রস্থান

দ্বাপরের প্রবেশ

দ্বাপর। এখনো কি মনোবাঞ্ছা পূরে নি তোমার ?

কলি। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মম ?

কি অসুখে আছে নল ?

দময়ন্তী আছে সাথে !

গুণবতী পত্নী আছে যার

এ সংসার সুখাগার তার ;

আগে করি পতি-পত্নী-ভেদ—

মনোখেদ তবু না মিটিবে।

অন্ন বিনা অতি কদাকার—

ভ্রমি দ্বার দ্বার

মহাক্লেশে যদিও বঞ্চিবে—

তবু তার সন্তোষ জন্মিবে ;

মনে হবে—আছে দময়ন্তী মোর ;

সে কাঁদে আমার তরে।

দেখ, যেখানে প্রণয়

দুখে সুখ আছে তথা।

রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছি নলে,

তবু দ্বিগুণ জ্বলে এ প্রাণ ;

ছিল রাজ্য—গেল ; তাতে বা কি হ'ল ?

দুর্ম্মতি না জন্মিল তাহার ;

তবু পাপাচার নাহি উঠে মনে তার।

আজ্ঞামাত্র সুসজ্জিত সেনা—
যুঝিবে নলের তরে ;
পণে বদ্ধ, রাজ্য আর ফিরিয়ে না চায় ;
বনে চলে যায়—
কুমতির নাহি শুনে উপদেশ।
কোন মতে সত্যভঙ্গ হয় যদি নল—
উদ্দেশ্য সফল মম ;
দময়ন্তী ছায়াসম পতি-অনুগামী—
ফিরাইব পাপ মতি হ'লে তার।
কথায় কথায় বহিছে সময় ;
দেখি,
রাজ্যহারা বিকল-অন্তর নল কত দূর যায়।

প্রস্থা৹

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

বিদূষক ও ব্রাহ্মণী

বিদূ। যাও ফিরে ঘরে,—মায়া বাড়ে তোরে হেরে ;
রেখো কথা—রয়োনা হেথায়—
অরাজক পুষ্করের অধিকার !
ওরে ! আয় গলা ধরে কাঁদি তোর ;

ফেটে যায় প্রাণ—
একবস্ত্রে রাজা-রাণী গেছে চ'লে।

ব্রাহ্মণী। কত দিনে দেখা পাব ?

বিদূ। নল যবে হবে রাজা পুনঃ।
বনে বড় ছিল ভয়—
সেথা, ফল খেতে হয় ;
কিন্তু, পুষ্করের অনুগ্রহে সে ভয ঘুচেছে ;
একবস্ত্রে রাজা গেছে বনে।
কাঁদি আয়, ব্রাহ্মণি, খানিক ;
না, না—
রাজ্যে মানা—কেহ নাহি দিবে অন্ন-জল ;
যাই, খুঁজি কোথা' রাজা ;
যাও ফিরে,—নহে, মম পদ নাহি চলে।

ব্রাহ্মণী। নাথ !
থাকে যেন মনে দুখিনী ব্রাহ্মণী ব'লে।

প্রস্থান

বিদূ। ওঃ ! কথাটা নির্ঘাত চোট,
বামুন,
ছোট্, ছোট্,—নইলে, যেতে পারবি না।

পুষ্কর ও রক্ষীর প্রবেশ

পুষ্কর। বন্দী কর পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণে।

বিদূ। দেখ, বুঝি বিভ্রাট ঘটায় !

রক্ষী। আরে ধূর্ত্ত, কোথা যাস্ ?

বিদূ। বলি, নূতন রাজার কি পথ চল্‌তে মানা ?

পুষ্কর। উত্তরীতে বাঁধা কিরে তোর ?

বিদূ। কেন ? হাঁড়ি ;
যাচ্চি শ্বশুর বাড়ী।
রাজ্যের এ শুভ সংবাদ দেব—
আর, মিষ্টমুখ করাব।

পুষ্কর। রে ব্রাহ্মণ ! মুখভাব কদাকার মোর ?
হাসি নাই মুখে ?
দেখি, কারাগারে অন্ন-ধানে
কত দিন বাঁচে তোর প্রাণ !

বিদূ। আহা, ধর্ম্ম কল্পতরু !—ব্রহ্মবধে সুরু !
যদি গরুর দরকার—মহারাজ
আমার গোয়ালে আছে ;
দিও ধানে চালে ;
কিন্তু,
রোজ একবার সাম্‌নে দাঁড়াতে হবে—
তা হলেই পেট ভ'রে যাবে।
ল'য়ে চল বর্ব্বর ব্রাহ্মণে।

বিদূ। ছি বন্ধু ! অত প্রেম সকালে—
এর মধ্যে ভুলে গেলে ?

পুষ্কর। জিহ্বা তোর পোড়াব অনলে।

বিদূ। বলি, গুণ কত! নইলে, লোকে বলে এত ?
শুন পুষ্কর!
যদি গর্দ্দনাও ফেল কেটে—
তোমার যে বদ্‌মায়েসি এক্‌চেটে
তা ব'ল্‌তে আমি ছাড়ব না।
যদি মোণ্ডার হাঁড়ি ল'যে বাড়াবাড়ি—
মোণ্ডার হাঁড়ি লও—আমায় ছেড়ে দাও।

পুষ্কর। যমালয়ে দিব তোরে ছেড়ে।

বিদূর। মহারাজ! যদি কষ্ট দিতে চাও—
তবে,
আপনার রাজ্যেই আটক রাখুন।
যে রকম চুটিয়ে
রাজ্য আরম্ভ ক'রেছেন—
যম রাজা এসে শলা ল'য়ে যাবে।
হয় ত, নরক থেকে তুলে
পাপীগুলোকে হেথা ছেড়ে দে যাবে।
শুনেছি ইন্দ্রেতে শচীতে বাজী হ'য়েছে—
যম বড়—কি পুষ্কর বড়।

পুষ্কর। নাহি মান, ব্রাহ্মণ বলিয়ে ;
বাঁধ—ল'য়ে চল কারাগারে।

বিদূ। মহারাজ! ভবপারে যেতে হবে—
একবার ভাব।

সেথা' ত নলরাজা নাই—যে, পাশা খেলে—
অত জুলুম সেথা' চলে বা না চলে !
যাচ্ছি চ'লে,—
আমার সঙ্গে এত বাড়াবাড়ি কেন ?

পুষ্কর। রক্ষি, ল'য়ে এস কারাগারে।

পুষ্করের প্রস্থান

রক্ষী। চল, ঠাকুর।

বিদূ। বলি চ'ল্‌ব না ত কি ? ষণ্ডা তুমি—
তোমায় ঠেলে পালাব ?
বলি—উনিই না হয় পুষ্কর,
তোমরা না হয় দেবতা-বামুন মান্‌লে !
গিয়ে দেখগে—
এত ক্ষণে কারাগার ভস্মতি।
কেন বাবা, ভিড় বাড়াবে ?

রক্ষী। ঠাকুর !
গর্দ্দানটা তখন তুমি আমার হ'য়ে দেবে ?

বিদূ। ভাল, ছেড়ে দাও বা না দাও—
একটু সঙ্গে এস ;
মহারাজ উপবাসী—
খুঁজে কিছু মিষ্টান্ন খাওয়াই।

রক্ষী। ও বামুন ! ধনে-প্রাণে মার্‌তে চাও ?
রাজা আর ঘুমুছে কেন ?

সন্ধান নিচ্চে—
কে ব'স্‌তে দিয়েছে—কে খেতে দিয়েছে ;
যার উপর ধোঁকা হ'চ্চে—
অমনি চালান দিচ্চে ।

বিদূ। কে বলে—আমি মূর্খ বামুন ?
মা সরস্বতি !
তুমি আমার কণ্ঠে ব'সে আছ,—
পুষ্কর, যমরাজার বাবা ।

উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নগর-প্রান্তর

নল ও দময়ন্তী

নল। বহুদূর—বহুদূর যেতে হবে ।
অন্ধকার ! চলিতে না পারি আর ;
উঃ !—বহুদূর ;—কেও ?

দম। নাথ ! আমি দাসী ।

নল। না না—দময়ন্তী ! প্রিয়ে ! আছ সাথে ?
বহুদূর—বহুদূর যেতে হবে ;

কালি প্রাতে দেখাইব বিদর্ভের পথ
দেখ, একা আমি অসীম সংসারে।

দম। একা তুমি নহে, নাথ !
দেখ, প্রণয়িনী দময়ন্তী তব
পদ-সেবা-আশে আছে পাশে।

নল। ঐ ত ভাবনা !
ভাবি নাই ? অনেক ভেবেছি,
ভেবে কোথা কূল নাহি পাই !
পণে বদ্ধ আমি,—
পুষ্করের অধিকার হেথা,—
কোথা' বিশ্রাম করিতে নারি।
না না—পদ নাহি চলে আর ;
অন্ধকার—কোথা যাব ?—
যথা যায় দু'নয়ন।
কে ও ?

দম। কিঙ্করী তোমার, প্রভু !

নল। প্রিয়ে ! এখনো রয়েছ ?
কষ্ট পাবে—তাই করি মানা।
দেখ, হয়েছে স্মরণ—
এই পথ বিদর্ভ যাইতে।
বন-প্রান্ত—
হেথা পুষ্করের নাহি অধিকার !

দেখ, অসীম প্রান্তর ;
অন্ধকার—অন্ধকার সমুদয়,
মম ভবিষ্যৎ ছবি !
সে আঁধারে রবি না ফুটিবে আর।
গর্ব্ব মম ছিল অতিশয়—
তাই পরাজয়।
মায়া-অক্ষ পণ মম মিথ্যা নয়।

দম। দেখ নাথ ! হেথা নবতৃণ সুকোমল ;
অঞ্চল বিছায়ে দিই।
মম উরু'পরে মস্তক রাখিয়ে,
শ্রম দূর কর, প্রভু !

নল। মম কর্ণমূলে কে যেন কি বলে ;
আর না চরণ চলে।
প্রিয়ে ! এখনো এখানে ?
নিদ্রা যাও—নিদ্রা যাব তবে ;
দেখ, ধীর বায়ু স্নিগ্ধ করে প্রাণ।

শয়ন

দম। হায়, কি শয্যায় আজি হেরি মহারাজে !
আরে, আরে, দুর্দ্দৈব প্রবল,
অনশনে ধরাসনে মহারাজা নল !
ধৈর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য যাঁহার
প্রচার ভুবনময়—

ক্ষিপ্তপ্রায় চঞ্চলপ্রকৃতি—
বারেক নহেন স্থির ।
শূন্য অভিপ্রায়, পুতলির প্রায়—
যথা আঁখি ধায় যান তথা,
ছিন্ন পদ কঠিন পাষাণে,
শ্রমে অভিভূত ;
নিদ্রাগত কুসুম-শয্যায় যেন !
হায় ! এত ছিল কপালে আমার-
এ দশায় রাজারে দেখিতে হ'ল ?
আজি মম জীবনের বাড়ে সাধ,—
আমা বিনা প্রাণধনে কে দেখিবে ?
কে বুঝাবে—শান্ত কে করিবে ?
হায় ! পুণ্যমতি ধর্ম্ম-আত্মা পতি-
দুর্গতি কি হেতু হ'ল ?
ছি ! ছি ! কেন মিছা কাঁদি ?
পতি ক্ষিপ্ত প্রায়—
কাঁদিবার নহে ত সময় ।
প্রাণেশ্বরে আদরে রাখিব,
যত্নে ভুলাইব দুখ ;
পতি-সেবা-সময় উদয় ।
ফাটে প্রাণ রাজার এ দশা হেরে ।
হায় ! প্রাণেশ্বর মম—

কত যত্নে রেখেছিল মোরে !
উপবনে অরুণ-কিরণে
হ'ত যদি রঞ্জিত বদন—
করে ধরে যতনে আমার,
প্রাণনাথ বসিতেন তরুতলে ;
বস্ত্র দিয়ে মুছাইয়ে মুখ,
রথে যেতে শতবার সুধিতেন মোরে—
'অঙ্গে কি লেগেছে ব্যথা' ?
হায় ! যত কথা সব আছে মনে ;
কি যতনে এ যতন দিব প্রতিশোধ ?
নাথে পুনঃ রাজ্যেশ্বর হেরি, মরিবারে পারি—
সে দিন ভুলিব জ্বালা ।

নল । (উঠিয়া)
না, না, বহুদূর—বহুদূর যেতে হবে ।
হেথা নাহি রব, লোকে মুখ না দেখাব ;
ক'বে সবে,—এই ছন্নগতি নল ।

দম । নাথ ! সুস্থ হও—শ্রম কর দূর ।

নল । কে ও ? দময়ন্তী ! এখনো রয়েছ হেথা ?
যাও—ফিরে যাও ; ঘোর বনে যাব প্রিয়ে !
নিবিড় কানন—বহুদূর—বহুদূর ।

দম । নাথ ! ধীরে যাও—ক্লান্ত তুমি অতিশয় ।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কানন

নল ও দময়ন্তী

নল। বারি, তুমি জীবের জীবন!
দময়ন্তি! অভাগিনি! বারি কর পান;
স্নিগ্ধ হবে প্রাণ।
দেখ, দেখ, স্বর্ণ-পাখা বিহঙ্গম
ব'সে আছে ডালে;
দেখ, অনাহারী আছি তিন দিন;
পাব ধন—নগরে বেচিব;
অদ্য তাহে হবে, প্রিয়ে, জীবন-যাপন।

পক্ষী ধরিতে গমন

পক্ষী। পক্ষীরূপে কলি আমি,—শুন রে অজ্ঞান!
যেই অক্ষে সর্ব্বনাশ তোর—
সেই অক্ষপাটি দ্বাপর আমার সখা।
অবহেলি' মো সবারে

দময়ন্তী বরিল তোমারে ;—
প্রতিফল দিব হতজ্ঞান।

বস্ত্র লইয়া পক্ষীর উড়িয়া যাওয়া

নল। প্রিয়ে! প্রিয়ে! এস'না এখানে ;—
বিবসন, কিরাত-অধম,
দিগম্বর আমি ;
বস্ত্র ল'য়ে পক্ষী পলাইল।

দম। নাথ! এক বস্ত্র পরিব দু'জনে ;
বনে অর্থহীন শ্রমজীবী মোরা—
লজ্জা কিবা তাহে প্রভু ?

দময়ন্তীর গমন ও বস্ত্রদান

নল। স্বকর্ণে শুনিলে প্রিয়ে! কলিগ্রস্ত আমি ;-
মোর সনে কেন আর রবে ?
বহু দুঃখ পাবে ;—
যাও তুমি পিত্রালয়।
শুন প্রিয়ে!
রাজবালা—ক্লেশ তব নাহি সয়।
দেখ, অতিশয় দুর্গম কানন—
নর-ঘাতী জন্তু ফিরে কত ;
যাও দময়ন্তি! ফিরে যাও ;
যবে কলির প্রভাবে

পড়িব অশেষ ক্লেশে,
একমাত্র বুঝাইব মনে—
সুখে আছ তুমি চন্দ্রাননে।
প্রিয়ে! বাড়ে দুঃখ দ্বিগুণ আমার,
তোমার এ দশা হেরে;
প্রিয়ে!
প্রভাত-সমীর লাগিলে বদনে তোর,
ভাবিতাম—ব্যথা বুঝি পাও;—
তিন দিন আছ অনাহারে!
যাও প্রিয়ে! অভাগারে ছেড়ে যাও।
মরি! বিমলিনী—
শুকায়েছে সুবর্ণ-নলিনী!
অভাগিনি! কেন অভাগারে বরেছিলে?
আমি পাপাচার—
দেব-কার্য্য না করি উদ্ধার;
আহা! সরলা ললনা—
আমি তব দুঃখের কারণ।

দম। নাথ! কি বল—কি বল!
প্রাণ বিচঞ্চল—
ভেদি' বক্ষঃস্থল এখনি বাহির হবে।
কোথা যাব?—কেবা আছে তোমা বিনা?
ত্যজিলে আমায়—

ঠেকিবে হে নারী-বধ-দায়,
কেন বল নিষ্ঠুর বচন ?
গুণমণি !
আমি তোমা' বিনা কভু কি হে জানি ?
পতি বিনা কিবা সুখ আছে মোর ?
তোমা ল'য়ে নিরবধি র'ব ;
তোমারে সেবিব—
সুখ-সাধ এ হ'তে না করি ।
ওহে মহামতি ! জান ধর্ম্ম-নীতি—
ভার্য্যা চিরসাথী ;
তবে কেন দাসীরে বিমুখ প্রভু ?
বনে বহু ক্লেশ পাবে—
সেবা কে করিবে ?
আশ্রিতা কিঙ্করী—চরণে ঠেলনা, প্রভু !
চল, দোঁহে যাই বিদর্ভনগরে ;—
আদরে তোমারে রাখিবেন পিতা মোর ।

নল । প্রিয়ে ! বুঝনা সরলা তুমি,—
কলিগ্রস্ত আমি—
সে আদর এ সংসারে নাহি আর,
সাধে কি হে ছেড়ে যেতে চাই ?
বন দেখে অন্তরে শুকাই !
প্রিয়ে ! তুমি কুসুম জিনিয়ে সুকোমল ;

হেরি' মুখপদ্ম মলিন তোমার,
জীবনে না হয় সাধ আর।
কলির ছলনে আত্মহত্যা উঠে মনে!

দম। প্রাণনাথ! বাঁচাও আমায়;
এ কি কথা বল, প্রভু?

নল। কেঁদ না—কেঁদ না প্রিয়ে!
সতর্ক করেছে কলি;
পাপে মন নাহি দিব আর।
দুর্ম্মতি আমায় লোভে মজাইতে চায়!
অক্ষ-যুদ্ধে লোভে না ফিরিনু;
লোভে পক্ষী-আশে গেল বাস,
শান্তি-আশে আত্ম-বিসর্জ্জন
কদাচন করিব না, প্রাণেশ্বরি!
কহি সত্য করি—
জান তুমি—সত্য মম নাহি টলে।
প্রিয়ে! তোমা বিনা রহিতে কি পারি?
তোমা ছেড়ে যেতে কি হে চায় প্রাণ?
দৈব-বিড়ম্বনে, চন্দ্রাননে! যেতে বলি;
প্রিয়ে! ক্লান্ত দোঁহে অতিশয়—
এস করি শ্রম দূর।

দম। (স্বগত) শঙ্কা হয়,
রাজা যদি ছেড়ে যায়;

আছি একবাসে—কেমনে যাইবে ?
নয়ন মেলিতে নারি।

উভয়ের শয়ন

নল। এই ত সময়—অভিভূত প্রায়—
হায় ! এ শয্যায় চন্দ্রাননী।—
"যাও চলে" কে আমারে বলে ;—
একবস্ত্র—কেমনে পলাব ?
না—না—ছেড়ে যাব ;—
দময়ন্তী কোথা যাবে আমা' সনে ?
চলে গেলে—আমারে না হেরে
যাবে সতী বিদর্ভ নগরে।
মরি ! প্রাণের প্রেয়সী
পূর্ণ-শশী ধরাতলে।
বিবসন ! কেমনে পলাব

পার্শ্বে অস্ত্র দেখিয়া

এ কি ! খড়্গ হেথা এল কোথা হ'তে ?
এও মায়া—হ'ক মায়া—
করি নিজ কার্য্যোদ্ধার।

বসনচ্ছেদন

এই ত ছেদিনু বাস ;
মম অদর্শনে
পতিপ্রাণা বাঁচিবে কি প্রাণে ?

চন্দ্রাননে ! ক্ষমা কর অধমেরে,
সুদিন উদয় যদি কভু হয়—
প্রিয়তমে ! দেখা হবে ;
নহে, এই শেষ দেখা !
ছি ! ছি ! আমি কি নির্দ্দয়,—
আমা বিনা যে কভু না জানে,
একা রেখে দুর্গম কাননে
কোন্ প্রাণে যাব চ'লে ?
হায় ! কে যেন রে বলে—
"এস, এস, বিলম্বে জাগিবে বালা ।"
যাই প্রিয়ে ! যাই ;
দেখ দেখ, যতেক দেবতা,—
সতী একা বনমাঝে ।
হে মধুসূদন !
শ্রীচরণ অভাগীরে দিও,—
আহা, দুখিনীর কেহ আর নাই ।
দেখ দেখ কর' হে করুণা—
অবলা ললনা—
আমা বিনা হবে উন্মাদিনী ;
চিন্তামণি ! নিরুপায়—দিও হে, আশ্রয় ।
আর কেহ নাই—
শ্রীচরণে পত্নী সঁপে যাই ;

দয়া করো দয়াময়।

আসি প্রিয়ে! মাগি হে বিদায়।

(ফিরিয়া) প্রাণ কাঁদে—চলে যেতে নারি;

সাধে কি হে ফিরি ?

দেখে যাই—দেখে যাই আঁখি ভ'রে;

আহা! দময়ন্তী ধূলায় লুটায়—

এ দশায় কেমনে ফেলিয়ে যাব ?

না—না সুকুমারী রাজার ঝিয়ারী

কষ্ট পাবে মোর সনে;

যাই দূর বনে, নহে জনক-ভবনে—

প্রিয়া মম না ফিরিবে;

অনাথিনী—অর্দ্ধবাস এ কানন মাঝে—

দেখো, রেখো, দীননাথ!

যাই, যাই পলাইয়ে।

নলের প্রস্থান

কলির প্রবেশ

কলি। তবু মম মন না পূরিল;

বিচ্ছেদ হইল—

প্রাণে প্রাণে অবিচ্ছেদ প্রবাহ বহিছে!

ফেলে গেছে—ফেলে গেছে।

যার তরে দেবে অনাদর—

দেখিব নয়ন ভ'রে ;—
হতাশ বিকল বামা কি করে কাননে।

কলির প্রস্থান

দম। (উঠিয়া) নাথ !
কোথা প্রাণনাথ ?
এ কি ! অৰ্দ্ধবাস মম পরিধানে ?
নাথ ! প্রাণেশ্বর ! কোথা তুমি ?
দাও দেখা ;—নহে, যায় প্রাণ।

কলির পুনঃ প্রবেশ

কলি। ছেড়ে গেছে—তবু চায় নলে ;
ঈর্ষানলে প্রাণ মম জ্বলে।
না, না—প্রাণে প্রাণে বিচ্ছেদ না হবে কভু।

কলির প্রস্থান

দম। প্রাণেশ্বর ! দাও দেখা,—
একা আমি বনমাঝে ;
ওহে গুণমণি ! একা আমি বনমাঝে।
দাও দরশন ;—নহে, না রবে জীবন।
প্রাণনাথ ! কোথা গেলে ?
ঘোর বন—হৃদি কম্প হয় ঘন ঘন ;
দেখা দাও—দেখা দাও—প্রাণেশ্বর !
রাখ নাথ ! রাখ পরিহাস।

হ'তেছে হুতাশ ;—
কত সহে কামিনীর প্রাণে আর ?
মরে হে অধিনী, হৃদয়ের মণি !
দেখে যাও ! সঙ্গে যদি নাহি লও ।
বল স্রোতস্বতি ! কোথা গেল পতি ?
পুণ্যবতি ! বাঁচাও এ অভাগীরে ;
বল পাখি, শাখি,
প্রাণনাথে দেখেছ হে যেতে ?—
কোন্ পথে ব'লে দাও মোরে ;
লতা ! কহ কথা ;—
কাঙ্গালিনী চায় পতি-দরশন ;
ঊর্দ্ধশির দেখ, গিরিবর—
কোথা প্রাণেশ্বর,
বল হে, সত্বর—যাব আমি পতি-পাশে,
পতি বিনা বাঁচি না হে শৃঙ্গধর !
প্রাণেশ্বর ! দেহ না উত্তর—
কাতরা কিঙ্করী তব ।
হায় ! কোন্ পথে যাব ?
প্রাণনাথে কোথা দেখা পাব ?—
পদচিহ্ন নাহি হেরি পথে ।
মম প্রাণেশ্বরে কে নিল হে, হরে ?
দে রে, ফিরে দে রে, অভাগীর নিধি

হায়! হায়! কি হ'ল, কি হ'ল,—
কিবা ছলে ভুলে—ত্যজে গেল প্রাণনাথ?
প্রাণ, মন, জীবন, যৌবন
শ্রীচরণে ক'রে সমর্পণ,
আশ্রয় লয়েছে দাসী,—
ভুলে তারে কোথা আছ প্রভু?
এ কি! এ কি!
দেখা দিয়ে কেন হও অদর্শন?
এই নাথ! এই যে তোমারে হেরি;
প্রাণনাথ! পলাইও না আর;—
দেখ, বুঝি যায় প্রাণ।

প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বন

নল

নল। চল—চল—ভাবিলে কি হবে?
পতি-পরায়ণা পশ্চাৎ আসিবে;
দূরে—দূরে—দূরবনে যাই পলাইয়ে;-
নহে প্রাণ-প্রিয়া আসিবে খুঁজিতে।
ওই বুঝি, আসে প্রিয়তমা?

পদ নাহি চলে আর !
না—না—যাই পলাইযে।
আসে ধেয়ে উন্মাদিনী—
আহা ! মুক্তকেশা,
অৰ্দ্ধবাসা, একাকিনী বনে।
এ কি দাবানল ? না ; এও মায়া।
কোথা যাব ? পলাব কোথায় ?
চলিতে না পারি আর।
আহা ! পতিপরায়ণা—
এতক্ষণ জীবিত কি আছে অভাগিনী ?

(নেপথ্যে)। কে আছ এ বনে ? যায় প্রাণ দাবানলে !—
চলিতে না পারি। রক্ষা কর—রক্ষা কর—
পুড়ে মরি।

নল। নাহি ভয়—কে যাচে আশ্রয় ?

(নেপথ্যে)। দেখ ! দেখ !
আসে অগ্নি গৰ্জ্জিয়ে গ্রাসিতে মোরে !

নল। নাহি ভয়—নাহি ভয়।

নলের প্রস্থান

কলির প্রবেশ

কলি। মনোরথ না পূরিল মোর ;—
এ দশায় দয়া-ধৰ্ম্ম নাহি গেল ;
প্রতিশোধ কি হ'ল—বল না ?

দেখ পুণ্য-বলে—তেজঃপুঞ্জ কায় ;
দগ্ধপ্রায়—দেহে তার রহি' !
এত কষ্ট !—তবু নাহি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় ;
জ্ব'লে মরি—জ্ব'লে মরি—
না পূরিল মনস্কাম।

কলির প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বন

দময়ন্তী

দম। শূন্যে, সমীরণে, দুর্গম অরণ্যে
যে শুন রোদন মোর,
বলে দাও—কোথা প্রাণনাথ ;
সে আমার—আমারে না ছেড়ে রহে ;
আহা ! কভু ক্লেশ নাহি সহে ;—
দুর্গম কাননে কেমনে ভ্রমিবে একা ?
সঙ্গে নাহি দাসী সেবিতে চরণ দুটি ;
তাই, যেতে চাই ; তাই, কাঁদি—উন্মাদিনী ;
কোথা স্বামী ? কে বা ব'লে দিবে ?
কে রাখিবে অবলারে ?

এ কি ! ভয়ঙ্কর অজাগর
আসিতেছে মেলিয়ে বদন ;
প্রাণনাথ ! দেখ আসি'—
কালসর্প বধে প্রাণে।
অন্তিমে হে, অন্তরের সার !
কৃপা করি, দেখা দাও একবার।
দময়ন্তী মরে,—বারেক দেখ হে, আসি' ;—
যায় প্রাণ অহি-গ্রাসে ;
ভগবান্ ! রক্ষা ক'রো নলরাজে ;
প্রাণনাথ ! প্রাণ যায় ;—
কোথা তুমি এ' সময় ?

(নেপথ্যে ব্যাধ)। চট্ চটি গর্দ্দানা ফেল্‌ছি কাটি হে,
ধেড়ে সাপ্‌টা।

সর্পবধ করিয়া ব্যাধদ্বয়ের প্রবেশ

১ম ব্যাধ। দেখ্, দেখ্—টুক্ টুক্ টুক্ !
যাই, যাই,—বুকে লিযে, মুখে চুমা খাই।

দম। মা গো ! জগৎ-জননি !
এই কি মা, ছিল তোর মনে ?
বনে ছেড়ে গেছে স্বামী—অর্দ্ধবাসে ভ্রমি—
শিব-সীমন্তিনি ! সতীর সতীত্ব রাখ।
মরিতাম—সেও ছিল ভাল ;

দেখ মা, কি হ'ল—
নলের রমণী কিরাত স্পর্শিতে আসে!
দেখ মা অভয়ে! ঠেকেছি গো মহাভয়ে
পদাশ্রয়ে তনয়ারে রাখ, তারা!
দাক্ষায়ণি! দেখ দুহিতায়।

২য় ব্যাধ। ওরে, এগো, এগো; ওরে ধর্ না।

১ম ব্যাধ। উঃ উঃ—বড় তাত্ রে!

উভয়ে। ওরে পুড়ে গেল—পুড়ে গেল!

উভয়ের প্রস্থান

দম। হায়! যায় প্রাণ—চরণ চলে না আর;
না—না—যাব,—যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ,
নাথেরে খুঁজিব।

মূর্চ্ছা।

মুনির প্রবেশ

মুনি। আহা! কে রমণী, ছিন্ন কমলিনীসম
প'ড়ে ভূমিতলে?
হেরি' জ্ঞান হয়—সামান্যা এ নয় নারী।
আহা! এ' দশায় কেন অভাগিনী?
কে মা, তুমি ঘোর বনে আছ পড়ে?
এ কি! সংজ্ঞাহীন? শ্বাস বহে ধীরে ধীরে—
জল দিই মুখে।

দম। প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর! কোথা তুমি?

মুনি। আহা! বুঝি উন্মাদিনী—পতির বিরহে।
মা গো! সন্তান তোমার আমি;
ল'য়ে যাই কুটীরে তোমায়;—
নহে, পথে প্রাণ হারাবি গো অভাগিনি!

দম। পিতঃ! ব'লে দাও কোথা পতি মোর।

মুনি। মা গো! জ্ঞান হয়—আছ অনাহারী,
চল মা কুটীরে বিশ্রামে সবল হবে;
কর বারি পান।

দম। পিতঃ! ব'লে দাও—কোথা মহারাজা নল;
বনে ফেলে কোথা গেছে মহারাজ?

মুনি। চল মা, কুটীরে,
ধ্যানে হব অবগত—কোথা পতি তোর।

দম। পিতা, পিতা, পতিরে কি দেখা পাব?

উভয়ের প্রস্থান

কলি ও দ্বাপরের প্রবেশ

কলি। সখা! মজিলাম নলরাজে ছলে;
একে পুণ্য-তাপ দেহে তার—
তাহে, কর্কট-গরলে
অহরহ অন্তঃস্থল জ্বলে!
ভাবি—নলে ছাড়ি; ঈর্ষ্যা পুনঃ করে মানা।
অহরহ যে নিগ্রহ সহি—
কি কব তোমারে আর!

আগে কি হে, জানি—
ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতে নারিব ?
দয়া আছে যার—
আমা’ হ’তে কিছু নাহি হয় তার ।

দ্বাপর । কেমনে করিল তোমা’ কর্কট দংশন ?

কলি । কর্কট, অনন্ত-সহোদর,
নারদের শাপে ছিল কানন-ভিতর—
দগ্ধ হয় দাবানলে ;
হেন কালে নল তারে উদ্ধারিল ।
বুকে তুলে ল’য়ে যায় নল—
বক্ষে তার দংশিল কর্কট ;
তিরস্কার করি, কহে নল ;—
“ভাল তব আচরণ” !
কহিল ভুজঙ্গ—“হের নিজ অঙ্গ
হইয়াছে কুৎসিত-আকার ;
দুঃসময় স্বর্ণ-কায়, কিবা কাজ ?
স্মরণে আমায় পূর্ব্বকান্তি পাবে, রাজা ;
জেনো, মহারাজ !—আমি সখা তব ।”
এত বলি’ অহি গেল চলি,
বস্ত্র দিয়ে নলরাজে ।
দুষ্ট ফণী নলে না দংশিল—
দংশেছে আমায় ।—প্রাণ যায় বিষে তার !

ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়
নলরাজা যায় ;
কি হয়—কি হয়—ভয়ে কাঁপে কায় মম !
আছে হে, গণনা-বিদ্যা রাজার বিশেষ,
সেই বিদ্যাবলে মম ছল নাহি চলে ;
গণনায় মতি স্থির হয় ;
হ'লে স্থিরমতি—অক্ষে কে জিনিত নলে ?
সে বিদ্যা যদ্যপি নল পায়,
বধিবে আমায় ;
ঈর্ষ্যায় ঠেকি'ছি মহাদায়,—
ঈর্ষ্যার প্রভাবে নলে ত্যজিবারে নারি !
রব দেহে তারি—
যা হবার হবে অবশেষে ।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বন

নল

নল। কীর্ত্তি মম ঘুষিবে জগতে,—
আইলাম ঘোর বনে পত্নীরে ছাড়িয়ে!
সত্য সখা কর্কট আমার;
কুৎসিৎ আকার হিত হেতু মম।
কান্তি আর নাহি চাই;
হেমকান্তি দময়ন্তী দিছি ডালি;—
পূর্ব্ব রূপে হব লোকে ঘৃণার ভাজন।
অধীনতা কেমনে স্বীকার করি?
ফিরে যাই চ'লে; ফলে মূলে
কোন মতে কেটে যাবে দিন।
ছি! ছি! পরের অধীন?—
এত ছিল ভাগ্যে মোর?
দময়ন্তি! প্রাণেশ্বরি!
প্রাণ ছিঁড়ে সাধে কি এসেছি চলে?
হ'তে হবে পরের অধীন—
জীবন-নির্ব্বাহ হেতু।
আহা! প্রাণেশ্বরী আছে কি আমার?
জানু পাতি' জুড়ে কর, তুলে চাঁদ মুখ,

বার বার ব'লেছিল—'ছেড় না আমায় !'
আহা ! অবলায় কোথায ভাসায়ে এনু !
আহা ! কেহ যদি বলে— সুখে আছে প্রাণেশ্বরী,-
প্রাণ দিতে না হই কাতর।
প্রিয়ে ! গিয়েছ কি বিদর্ভনগর ?
অহো ! চিন্তায় উন্মাদ হব।
যা হবার হ'য়েছে আমার,—
ঘুচেছে জঞ্জাল।—
প্রিয়া সনে আর নাহি হবে দেখা।
একা—একা আমি বিপুল সংসারে !
ভগবান্! নাহি ক্ষতি, করেছ দুর্গতি—
ধর্ম্মে যেন রহে মতি।
ছি ! ছি! পত্নী-ঘাতী—
ধর্ম্ম কোথা মোর !
আহা ! প্রাণের প্রতিমা—
কোথা ফেলে আসিলাম চলে ?
আহা ! পড়ে মনে—ধরণী-শয়নে—
পূর্ণ-শশী জিনি' রূপছটা ;—
আহা !
বয়ান বাহিয়ে পড়েছে রোদন-ধারা ;
আছে রেখা রঞ্জিত বদনে ;—
আহা! প্রাণেশ্বরী আমা-হারা উন্মাদিনী !

বৃদ্ধার প্রবেশ

পথ নাহি জানি,
কোন্ পথে অযোধ্যা যাইব ?
মাতা, কৃপা করি' বলিবেন মোরে—
কোন্ পথ অযোধ্যা যাইতে ?

বৃদ্ধা। ওমা! কে তুমি ?

নল। আমি, আমি—

বৃদ্ধা। বাবা গো! মলুম গো! গেলুম গো!
বন থেকে বেরুল আঁই আঁই করে গো!

নল। ছি! ছি! ধিক্ প্রাণে—
সবাকার ঘৃণার ভাজন আমি।

একজন লোকের প্রবেশ

লোক। কি গো ? কি গো ?

বৃদ্ধা। দেখ গো, তালগাছ যেন মিন্‌সে—
থোনা থোনা রা, বাঁকা তুটো পা,
বলে—"আঁয়না, আঁয়না,
বঁনের ভিঁতর আঁয়না, ঘাড় ভাঙ্গি।"

লোক। কে তুমি ?

নল। আমি বনবাসী।

লোক। বাসী আছ বাসীই আছ,—বনে লোককে কেন ভয় দেখাও ?

নল। মাত্র জিজ্ঞাসিনু—

কোন্ পথ অযোধ্যা যাইতে ?

নাহি জানি বৃদ্ধা কেন পেলে ভয়।

লোক। কেন পেলে ভয়? যে বর্ণের ঘটা—সাঁকচুর্ণী ডরায়। চল গো চল, ও একটা মুরোদ, বলেন বাসী; বাসী আমরা জানি না,—বাসী অমন ফিট্ ফাট্?—জটা হবে, নথ হবে।

বৃদ্ধা ও লোকের প্রস্থান

নল। ভাল হ'ল—

নল ব'লে কেহ না জানিবে আর;

সখা! সখা! তোমার কৃপায়

নল নাম ডুবিল ধরায়;—

অধীন হইতে আর নাহি হয় ডর;—

আর নাহি লজ্জা ভয়; —কেহ না চিনিবে।

আহা! প্রাণেশ্বরি!—আর কোথা দেখা পাব?

প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

চেদিনগর—রাজবাটীর সম্মুখ

নাগরিকগণ ও দময়ন্তী

দম। ব'লে দাও—রাখ মোর প্রাণ—
এ' পথে কি গেছে পতি ?

১ম নাগ। আরে ও পাগ্‌লি! এ জানে।

দম। বল, বল—রাখ গো মিনতি,
জান যদি,
বল—কোন্ পথে গেছে মোর পতি ;—
আয়ত লোচন—
বর্ণ যেন উত্তপ্ত কাঞ্চন—
গুণধাম, সর্ব্বসুলক্ষণ ঠাম ;
ব'লে দাও, কোন্ পথে যাব—
কোথা তাঁর দেখা পাব ?
আহা! কোথা তুমি, প্রাণেশ্বর!
বনে ভ্রমি' হয়েছ কাতর ?
এস নাথ! দাসীর নিকটে।

ছাদের উপর রাজমাতা ও ধাত্রী

রাজ-মাতা। ধাত্রি! দেখ পাগলিনাপ্রায়
কে রমণী যায় ;
অর্দ্ধবাসে—বিমলিনী-বেশে—

তবু যেন কাঞ্চন মৃত্তিকা মাঝে।
আন, অভাগীরে আন ; পরিচয় জান,—
কেন বামা কাঙ্গালিনী !
আহা ! ভুজঙ্গিনীশ্রেণী
কেশগুচ্ছ ধূলা-বিলুণ্ঠিত।

দম। প্রাণেশ্বর ! নিশ্চয় বলে হে প্রাণ,
পাব পুনঃ দরশন।
তবে কেন রয়েছ অন্তর,
অন্তরের অন্তর আমার ?

ধাত্রীর দ্বারে আগমন

ধাত্রী। কে তুমি গো পাগলিনীপ্রায়,
কর, কার অন্বেষণ ?

দম। সুভাসিনি ! পতিহারা পাগলিনী আমি ;
পার ব'লে দিতে—কোথা গেছে স্বামী ?

ধাত্রী। এস, রাজমাতা ডাকিছে তোমায়।

দম। মা গো, যাব আমি পতি-অন্বেষণে ;
বিলম্ব করিতে নারি।

ধাত্রী। একা নারী ধরামাঝে—
পতি কোথা খুঁজে পাবে ?
রাজমাতা—বড় কৃপাময়ী।
লহ আসি' আশ্রয় তাঁহার,—
উপায় হইবে তাহে।

দেখ, রাজমাতা দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
আদরে গো ডাকেন তোমারে

দম। মা গো! দেবে কি গো পতিরে আনিয়ে মোর?

রাজ-মাতা। শান্ত হও; শুনি আগে বিবরণ,—
কে তুমি? কোথায় পতি তব?

দম। সৈরিন্ধ্রী আমার পরিচয়;
ছিল, পতি মম বহুগুণাধার।
হায়! বঞ্চনা ধাতার—
দ্যূত-পণে সকলি হারিল;
বনে গেল আমা ছাড়ি।
মা গো! বহু ক্লেশে খুঁজি দেশে দেশে—
প্রাণেশে কোথায় পাব?
হয়েছি হতাশ—দে গো মা আশ্বাস—
পতিরে আনিয়ে দেবে।
ও মা! রাখ প্রাণ—প্রাণনাথে হারায়েছি।

রাজ-মাতা। শুন সুলোচনে! রহ এ ভবনে,
ক্লেশ কিছু নাহি হবে;
পূজা হেতু কুসুম তুলিবে—
অন্য ভার নাহি দিব;
বলিও লক্ষণ—
দেশে দেশে পাঠাব ব্রাহ্মণ,
তব পতি-অন্বেষণ হেতু;

কন্যাসম থাকিবে হেথায়।
কেঁদো না মা, অভাগিনী,
ওমা! পতিপ্রাণা! কতই সয়েছ!

দম। মা! মা আমার কৃপাময়ি!
তনয়ায় রাখ দায়ে ;
রেখো মা, দাসীর প্রাণ—
ওমা! জান ত নারীর ব্যথা।

সকলের প্রস্থান

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। অলপ্পেয়ে পুষ্করে যে রাখলে ধ'রে—তা না হলে কি রাজা হাত-ছাড়া হয়? সাত দিন গেল কারাগার থেকে বেরুতে—এখন কোন্ পথে কোথায় গে-ধ'র্‌বো? বাবা! ভাঙ্গা জান্‌লা ভগবান দেখিয়ে দিলে। বামুনের ছেলে ধানে-চালে দে মার্‌বে! আর খুঁজবো কোথায়?—বাপের জন্মে যে নাম শুনিনি—এমন মুলুক বেড়িয়ে এলুম। আবার এর নাম শুন্‌ছি—চেদি। রাজ-বাড়ী কি সাধে দেখে যাই?—পাঁকে ব্যাঙ্ থাকে! হোমা পাখী—গিরি-শৃঙ্গেই বসে।

দুই জন লোকের প্রবেশ

১ম লোক। দেখ, দেখ, তখন সেই পাগলী "স্বামী কোথা ব'লে দাও" বলছিল; আর এখন এ পাগলা বামুন আপন আপ কি ব'কৃছে।

বিদূ। ব'কৃছি—তোমার বাড়ী আদ্যশ্রাদ্ধ খাব ; বলি পাগ্‌লী কে ? কি বলে—"পতি কোথা ব'লে দাও মোরে ?"

২য় লোক। দেখ্, দেখ্, এও খেপ্‌লো—

বিদূ। বলি—এ কি পাগল-করা-দেশ ? সাদা কথা বল্‌ছি, তবু পাগল ব'ল্‌ছিস আমায় ? দাঁড়া, দাঁড়া আমি ও শিখ্‌লুম। দেখ, দেখ—পাগলা বেটা হাসছে দেখ।

১ম লোক। বাঃ! এ রঙের বামুন।

বিদূ। বা! এ সঙের মিনসে।

২য় লোক। বামুন পাগল নয় ধুর্ত্তু।

বিদূ। চটে চলে যাও কেন বাবা ? আপোসে দু' কথা হয়ে গেল—এখন চল—তোমার বাড়ী ভোজন করিগে।

১ম লোক। রসের সাগর!

বিদূ। না, না—উদরটা বড় ডাগর! তাই ভাব'ছিলাম—তোমায় কৃতার্থ ক'রব। তায় আর কাজ নাই ; এ পাগলী কোথা গেল বল দেখি ?

দুইজন লোকের প্রস্থান

একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রী। আহা! পাগলীকে খুঁজচ ? পাগলী তোমার কে গা ? আহা! কোন্ আবাগী—স্বামী হারিয়ে পাগল হয়েছে,—আদর করে রাজমাতা তাকে বাড়ী নিয়ে গেছেন।

প্রস্থান

বিদূ। বুঝি, দময়ন্তী বেঁচে আছে ; নইলে পাগল হ'য়ে, স্বামী

খুঁজে বেড়াবে কে ? রাজাটা চিরকাল জানি—এক বগ্‌গা ;—কোথা চলে গেছে ; মাগী কেঁদে কেঁদে পথে বেড়াচ্চে। দেখ, আমার বুদ্ধি আছে, গুরুমশাই শালা যে কান মলে দিলে,—নইলে ক, খ, শিখ্‌তেম। আজ এখানে থাকন, পাগলা দেখন—তবে গমন ; যদি ঠিক জান্‌তে পারি—তবে ধরি ; সন্ধান নিই।

বিদূষকের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

সুনন্দা ও দময়ন্তী

সুনন্দার গীত

মালকোষ—বাহার কাওয়ালি

প্রাণে প্রাণে ভালবাসি তারে।
কোথা রবে ? দেখা দেবে
ভালবেসে সে আমারে।
কাঁদে প্রাণ তারি তরে সে ত তা বুঝে অন্তরে
জেনে শুনে কোমল প্রাণে
বেদনা সে দিতে নারে।

সুনন্দা। আহা!
হেথা তুমি সখি, নীরবে রোদন কর ?
কর নি শয়ন ? ক্লান্ত তুমি অতিশয়।

দম। রাজবালা! সুধাময় সঙ্গীত তোমার!
শুনে গান উন্মাদিনীপ্রাণে
আশা পুনঃ হয বিকশিত।

সুনন্দা। সখি। কেন লো নিরাশ হ'বি ?
ভালবাসি যারে—
সে আমারে কোথা ফেলে রবে ?

দম সখি! যত্ন বিনা হারাই রতন ;
কাল-নিদ্রা এল গো, আমার ;
হায়! কেন পুনঃ জাগিনু কাঁদিতে ?
কাল-নিদ্রা এল সখি!
তাই ত হারানু নাথে।

সুনন্দা আহা! বিস্তর সয়েছ, সখি!
কথা কও ; মনোব্যথা রেখো না লুকাযে।
আমি ভগ্নী সম ;
কাঁদ, সখি! প্রাণ খুলে কাঁদ মোর কাছে
সংজ্ঞা-হীনা বনপথে ছিলে যবে প'ড়ে—
না জানি গো, কি হ'ল তোমার মনে।
সখি!
বল মোরে কে তোমারে করিল চেতন ?
আহা!
কাঙ্গালিনী, পতি-হারা, কতই সয়েছ!—
বল তবু দুঃখ-কথা,—

অশ্রুজল দিব বিনিময়ে।

দম। মূর্চ্ছাগত বন-পথে ছিলাম পড়িয়ে,
সংজ্ঞা লাভ করি এক তাপস-কৃপায়।
তেজঃপুঞ্জ উদাসীন কহিলা আমায় ;--
"যাও বৎস! পশ্চিম প্রদেশে,
পূরিবে গো, মনোরথ।"
আচম্বিতে তপাচারী হ'ল অদর্শন্।
নাথ বিনা সব শূন্য হেরি,
চলি ধীরি ধীরি ;—
পথে দেখা বণিকের সনে।
দলবদ্ধ যায়, দেখিয়া আমায়
এক জন কৃপায় করিল সাথী ;
পরে হেরি' রম্যস্থল, বণিকসকল
বিশ্রামের হেতু রহে ;
হেন কালে দৈব বিড়ম্বন,—
মত্ত করী আইল তথায়—
চরণের ঘায়', হত হ'ল কত জন।
প্রাণ-ভয়ে পলাযে আইনু ;
রাজ-মাতা দেখিয়ে আমায়
কৃপায় আনিল পুরে।

সুনন্দা। আহা!
ফেটে যায় বুক দুঃখ-কথা শুনে তব।

সাধ্বী তুমি, পতিরতা, গুণবতী,—
সখি! এ' দিন না রবে তোর।
বরাননে!
মলিন বসনে কেন গো, রহিতে সাধ?
কেন নাহি পর বেশ-ভূষা?

দম। নাহি জানি সুবদনি!—কোথা' প্রাণেশ্বর,—
কি দশায় আছেন কোথায়;
অৰ্দ্ধবাস যদি দেখা পাই—
ভাগ্য-ফলে যদি দেখা পাই—
অৰ্দ্ধবাস ত্যজিব তখন;
নহে ভিখারিণী পতি কাঙালিনী আমি;—
অৰ্দ্ধবাস—যোগ্য পরিচ্ছদ মম।

সুনন্দা। আহা! সতি, পতিভক্তি শিখি তোর কাছে।

দম। নৃপতি-নন্দিনি, আমি অভাগিনী—
পতিভক্তি যদি গো জানিব—
কেন তবে প্রাণধনে রাখিতে নারিব?
যুগপ্রায় দিন বয়ে যায়,—
কোথায় আমার নাথ?
বজ্রাঘাত করিয়া বিপিনে
চলে গেল—আর ত এল না;
কাল-নিদ্রা আসিল আমার;—
প্রাণনাথে হারাইনু।

ধাত্রীর প্রবেশ

ধাত্রী। ওগো! একজন গণৎকার এসেছে; সব ঠিক ঠাক্ ব'লছে।

সুনন্দা। কোথা? ডাক্ না?

ধাত্রী। এই যে আস্‌ছে।

ছদ্মবেশী বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। কাগা আয়, কাগা আয়,
যড়াননের একই রায়!—
তুষ্ট বড় কাঁচা মোণ্ডায়।
(স্বগত) এই ত মাগী, মড়াঞ্চে পোয়াতির ঝি;
আর লুকাবে? ধরেছি।

দম। দ্বিজবরে কোথা কি দেখেছি?

বিদূ। ঐ যে শুঁটকো মাগী মাটীমাখা—
ওর ছিল অনেক টাকা;
ওর স্বামী বড় একগুঁয়ে,—
উড়িয়ে দিলে এক ফুঁয়ে।

দম। পরিচিত স্বর!
কে তুমি হে দ্বিজ?

বিদূ। সোজা বোঝো,—
পরিচয় দেও—
বাপের বাড়ী চ'লে যাও।

এখন রাজা কোথা বল,

ল'তে এসেছি, বাপের বাড়ী চল !

কৃত্রিম দাড়ি পরিত্যাগ করিয়া

এই দাড়িতে আগুন,—আমি সেই টাঁটা বামুন !

দম। এ কি ! রাজসখা হেথা ?

জান যদি বল, ওহে !—কোথা নলরাজ ?

বিদূ। তুমি চল, তার পর তাঁর সন্ধানে ঘুরছি ; যাবে কোথা ? দিন দুই তিনে ধ'রছি।

সুনন্দা। সখি ! ভগ্নি ! দময়ন্তি ! তোর হেন দশা !

রাজমাতার প্রবেশ

রাজ-মাতা। দময়ন্তি ! বাছা, দাও নাই পরিচয়,—

এই সে জটুল চিহ্ন !

ওমা, তুই মোর ভগ্নীর ঝিয়ারী ;

বিদর্ভনগরে আজি পত্র পাঠাইব ;—

পিতা মাতা উদ্বিগ্ন তোমার।

আয়, মা সুনন্দা ! তোর ভগ্নীরে লইয়ে—

স্বহস্তে করেছি পাক—দেখ সে কেমন।

বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান

বিদূ। ওরা ত পাক ক'রেছে ;

আমার যে পাক পাচ্চে ;

দেখি কোথা ভাঁড়ারী খুড়ো—

মিল্‌বেই পেটের মত এক গুঁড়ো !

প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ঋতুপর্ণ রাজার বাটী—প্রাঙ্গণ

বিদূষক ও ছদ্মবেশী নল

বিদূ। (স্বগত) বাহুক ত বাহুক—আমি ঢের বাঁকা হুক দেখেছি;—বিনা আগুনে রাঁধ্‌তে হয় না। এই—নল; কিন্তু সন্দেহ হ'চ্চে—পুকুরে রঙ্‌টা কোথা পেলে ?—

নল। (স্বগত) জীবনের অলঙ্কার ছিল রে আমার—
স্বেচ্ছায় ফেলিনু জলে ;
ভুলিব কেমনে ?
ভোলা কি সে যায় ?
অশ্রু-আঁখি বিধুমুখী,—
পলে পলে দেখা দেয়।
আমার—আমার জীবন আঁধার
তারে কি ভুলিতে পারি ?
আহা! প্রাণের এ কালী কি দিয়ে ধুইব ?
প্রিয়া আমা বিনা নাহি জানে ;
গহনে আইনু ফেলে—

তবু সে ত দোষে নি আমায় ;
সে তেমন নয় ; কেঁদে ছিল উন্মাদিনী।
হায় বারেক না দেখিল আমায়—
স্বর্ণ-পদ্ম তখনি শুখায় ;
এতদিনে আছে কি আমার প্রিয়া ?
হায় ! বলা নাহি হ'ল—
কত কথা মনে ছিল ;
প্রাণের জ্বালায় পলায়ে এসেছি, প্রিয়ে !
ওহো ! জ্বালা নিভিবার নয় ;
বুক ফাটে—অৰ্দ্ধবাসা
অরণ্যের দশা মনে হ'লে !

বিদূ। (স্বগত) এই যে—সেই হাত পা চালা, ওপর চাউনি ; আমি ও চিনি—আমার ঠিক মনে আছে ; সেবার ধ'রেছিলেন স্বর্ণহাঁস—এবার কাট্‌চেন ঘোড়ার ঘাস ! (প্রকাশ্যে) বলি, মশাই, আজ অতিথ হেথায়।

নল। শুভ দিন মম ;
প্রভু ! করুন বিশ্রাম।

বিদূ। (স্বগত) সেই স্বর ;—নল না হ'য়ে আর যায় কোথায় ? (প্রকাশ্যে) বলি, মশাই, আপনাকেই হয় ত যেতে হবে।

নল। কোথা ?

বিদূ। বিদর্ভ নগরে।

নল। কোথা ?

বিদূ। বিদর্ভ নগরে ;—দময়ন্তী—

নল। দময়ন্তী ? কোথা ? কে সে ?

বিদূ। (স্বগত) হুঁ হুঁ, গলা যে কাঁপে !
(প্রকাশ্যে) দময়ন্তী হবে স্বয়ম্বরা—
আসিয়াছি নিমন্ত্রণ দিতে,
রাজ-দরশন সহজে না পাওয়া যায়,
ভাবলেম—আছেন বাহুক মশাই;
অতিথ গে হই সেথা।

নল। দময়ন্তী—স্বয়ম্বরা বিদর্ভ নগরে ?
এ কোন বিদর্ভ নগর ?

বিদূ। মশায়ের জন্য আবার কটা বিদর্ভ তয়ের হবে ?

নল। দময়ন্তী—স্বয়ম্বরা ?

বিদূ। তা'হলে তাড়ান্ না কি ?

নল। না—না, শুনিয়াছি—
দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হ'য়েছিল একবার।

বিদূ। বলি, মশাই, রাজারাজড়ায় কার্‌খানা—তার ঠিকানা কি ? সব সখের উপর কাজ ; সক্ ক'রে দেখুন—নলরাজা গেল ছেড়ে—

নল। আঃ !

বিদূ। মশাই ব্যাজার হ'লেন ?

নল। ভাল, মহাশয় !

দময়ন্তী—পুনঃ স্বয়ম্বরা ?

নিশ্চয় জানেন সমাচার ?

বিদূ। মশাই, হলপ না নিলে কি বিশ্বাস ক'রবেন না, —া কি ? না মশাই স্বয়ম্বর নয় ; চলুন ঘরে—ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ !

নল। প্রভু ! ক্ষমুন আমায়,

ভুলে আছি কথায় কথায় ;

আয়োজন কি করিবে দাস ?

বিদূ। ভাল রকম এসে না রন্ধন,

মোণ্ডা পারি বিলক্ষণ।

নল। মিষ্টান্ন প্রস্তুত এখানে।

বিদূ। দিন এনে।

নলের মিষ্টান্ন দান ও ব্রাহ্মণের বন্ধন

নল। মহাশয় ! ক্ষুধার্ত্ত আপনি করুন ভক্ষণ ;

আরো দিব মিষ্টান্ন আনিয়ে ;

যত ইচ্ছা যাবেন লইয়া।

বিদূ। দেন আরো বেঁধে লব ; কি জানেন– রাজার বাড়ী একটু চাপাচাপি হয়েছে ; তিল ধরলে তালটা খেতুম্ ; কিন্তু সে যোগাড় আর নেই—মহারাজ দাঁড়িয়ে থেকেই খাওয়ালেন।

নল। বলিলেন—হয় নাই রাজ-দরশন।

বিদূ। বল্লুমই বা ; বল্লুম বলে কি আর রাজাকে খাওয়াতে নাই ? (স্বগত) না মন, মোণ্ডার লোভ সামলাও ; ধরা পড়ে যাবে ; রাজা ত দু হাতে বদনে ফেলা দেখেছে।

নল। (স্বগত) এ কি বাতুল ব্রাহ্মণ ?

মহাশয়! দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ম্বরা হবে ?

বিদূ। নইলে কি, মশাই ছেলেখেলার পথ?—কড়া পা—নইলে, হাঁটু অবধি ক্ষয়ে যেত!—বাবা! তর বেতর দেশ, প্রাণ পূরে হাঁটো।

নল। পুনঃ স্বয়ম্বরা ?

হেন কথা শুনি নাই কভু।

বিদূ। মার পেট থেকে পড়েই কি শোনে? ক্রমে থাক্‌তে থাক্‌তে শুন্‌তে হয়। আগে কি কেউ শুনেছে—যে আধখানা শাড়ী পরিয়ে, বনে স্ত্রী ছেড়ে যায়? পুণ্যশ্লোক নলরাজা পথ দেখালেন।

নল। (স্বগত) তিরস্কার উপযুক্ত মোর

দেশে দেশে গাবে এই যশ!

দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ম্বরা ?

না, না,—পতিপ্রাণা,—মিথ্যা কহে দ্বিজ ;

কিম্বা কে বুঝে নারীর প্রাণ ?

দময়ন্তী—আমার সে ধন, আমি তার ;—

স্বচক্ষে না দেখে এ বিশ্বাস না হারায়।

হায়! আশা গায়—

বুঝি পাইতে আমায়,

সরলা, এ প্রেমের ছলনা করে।

(প্রকাশ্যে) মহাশয়! এ সত্য স্বয়ম্বর ?

বিদূ। আর কথায় কাজ নাই,—আপনি তাঁবা তুলসী আসুন্।

নল। (স্বগত) এও কি কলির ছল ?
ছল—নিশ্চয় এ ছল।
প্রণয়িনী সে আমার—
সে ত নয় দ্বিচারিণী ;
বুঝি এতদিন বেঁচে নাই ;
আমা বিনা সে রহিতে নারে।
দময়ন্তি পুনঃ স্বয়ম্বরা ?
জানিলাম তবে—ধরায় রমণী নাই ;—
ধর্ম্মপত্নী জীবনসঙ্গিনী,
পতিপ্রাণা নারী নাই।
এইবার সৃষ্টিলোপ হবে ;
সে আমার প্রাণের প্রতিমা,—
সে আবায় ভুলে গেছে ?
এ কথায় নল না প্রত্যয় করে।

ঋতুপর্ণের প্রবেশ

ঋতু। শুন হে বাহুক, বিদ্যার পরীক্ষা দেহ ;
যেতে পার বিদর্ভনগরে ?
কালি স্বয়ম্বর তথা।

নল। মহারাজ,
কালি প্রাতে উত্তরিবে রথ তথা।

ঋতু। হে বাহুক! সত্য, কি কৌতুক ?

নল। মহারাজ! অধীনের কৌতুক না সাজে।

ঋতু। অনুমান আছে কি তোমার—
কত দূর বিদর্ভ নগর ?

নল। মহারাজ! গুরুর কৃপায়
মম হস্তে—হয় তড়িৎ-গমনে ধায় ;—
বিদর্ভ নগরে যেতে নহে বড় কথা।

ঋতু। হও ত্বরা, এখনি যাইতে হবে।

বিদূ। এখন আমার কি উপায় ?—পায় পায় ?

ঋতু। হেথায় ব্রাহ্মণ তুমি,—
যাবে পিছে চতুরঙ্গ দল ;
যেও অন্য রথে।

বিদূ। মহারাজ! বিস্তর ক্লেশ পেয়েছি পথে ;—
দেশ নয়—যেন বাঘ!
তাই প্রাণটা চাচ্চে দেশে যেতে ;
বামুনের ছেলে—
নিয়ে যাবেন রথের এক ধারে ফেলে।

ঋতু। হও তবে প্রস্তুত সত্বর।

ঋতুপর্ণের প্রস্থান

বিদূ। সত্বর!—তবে মোণ্ডা বেঁধিছি কেন ?
মহারাজ! প্রস্তুত—জান্‌বেন পা বাড়িয়েছি যেন।

নল। দ্বিজবর! যাই রথ করিতে প্রস্তুত।

বিদূ। চলুন মশাই, আমিও যাই ; কিন্তু, দোহাই যদি মূর্চ্ছা যাই, এক বার থামিও ; শুনেছি, বেজায় তোমার রথের টান।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

দময়ন্তী ও কেশিনী (সখী)

দম। জান ত সজনি, হংস-মুখে শুনি,
এই তরুতলে বসিয়ে বিরলে—
ভাসি অবিরল নয়নের জলে,—
ভাবিতাম—সে আমার হবে কি না হবে
সখি, হেরিলে এ কুঞ্জ-আমোদিনী
চমকি—তখনি ; মনে পড়ে—
এই খানে প্রাণনাথে প্রথমে দেখিনু ;
লাজ পরিহরি,
আঁখি ভরি, হেরিলাম অতুল মাধুরী !
সই রে ! আজি কোথা সে আমার ?
ধিক্ প্রাণ !
অভাগীর তরে কলি সনে বিসংবাদ ;—
মনে হলে মৃত্যু হয় সাধ—

অভাগীর তরে রাজ্যেশ্বর বনবাসী !
সখি, আগে কি গো জানি—
উন্মাদিনী—পাব গুণমণি ?
আগু পাছু না ভাবিনু—
নলেরে বরিনু,—
প্রাণনাথে ভাসাইনু অকূল পাথারে !
এত যদি জানিতাম সখি !
ত্যজিতাম ছার প্রাণ ;
কলি-কোপে না পড়িত প্রাণপতি ।
ছি ! ছি ! আমি স্বামীর দুঃখের হেতু

কেশিনী । সুদিন কুদিন আছে চিরদিন ;
ভেব না—ভেব না ;
পতি-পরায়ণা তুমি সুলোচনা ;
যত, সখি, সয়েছ পতির তরে—
দ্বিগুণ আদরে হবে পুনঃ রাজ্যেশ্বরী ।
মেঘ-অন্তে পূর্ণচন্দ্র উদয় যেমন—
তব প্রাণধন পুনঃ আসি দেখা দিবে ।
সতর্ক, সত্বর,
দেশে দেশে গেছে রাজচর,—
নলরাজে পাইবে নিশ্চয় ;
দৈবের ছলনে—
ফেলিয়ে কাননে গিয়াছেন পতি তব ;

বার্ত্তা পেয়ে আসিবে সে ধেয়ে,
হৃদয়ে ধরিতে তোরে ;
রাজ-সখা বান্ধব-বৎসল,
করি' নানা ছল—
দেশে দেশে করে অন্বেষণ ;
জান তুমি—অতি বিচক্ষণ সে ব্রাহ্মণ ,
অন্তঃপুরে অন্বেষণ করিল তোমারে ;
শুনি তব পুনঃ স্বয়ম্বর,
নল নৃপবর যথায় রহিবে,
ব্যগ্র হয়ে আসিবে সত্বর ;
কেঁদ না, সজনি, আর !

দম — সখি ! প্রভাত-সমীরে
পত্র যথা কাঁপে তর তর—
কাঁপিছে অন্তর স্বয়ম্বর কথা ক'য়ে ;
কি জানি লো, যদি গুণনিধি,
ঘৃণা করি' পাপিনী ভাবিয়ে
আর নাহি দেন দেখা ।
মনে কত হয়
নিশি-দিন স্থির নহে প্রাণ ;
কি হবে, কি হবে—মরি ভেবে ভেবে,
এ যাতনা সহিতে না পারি ;
তবু মরিতে না চাই সই !

কই প্রাণনাথ কই ?
মরিব লো ! দেখিতে দেখিতে তাঁরে ;
সই রে, কাঁদিতে জনম গেল !

কেশিনী। সখি, অনল-উত্তাপে
কাঞ্চন দ্বিগুণ শোভা ধরে ;
দুঃখ তব গৌরবের তরে,—
প্রেমের পরীক্ষা তোর ;
প্রাণকান্তে পাবে, দুঃখ ভুলে যাবে,
গল্পচ্ছলে দুঃখ-কথা কহিবে সোহাগে ;
নব অনুরাগে—
পুনঃ হবে সুখ-সম্মিলন।

দম। সখি, আর সোহাগের নাহি সাধ ;
না জানি গো, কত অযতনে
কোথায় বঞ্চেন নাথ ;
রাজ্যেশ্বর—কভু নাহি সহে ক্লেশ ;—
প্রাণেশে কি পাব আর ?
সই, যত কাঁদি—
বাড়াতে যন্ত্রণা
পোড়া আশা তত করে মানা।
শরৎ-বর্ষণে বিরাম যেমন—
কভু হাসি, কভু কাঁদি ;
কভু ভাবি মনে—

নাথ অন্বেষণে পুনঃ যাই বনে ;
দুঃখে, অভিমানে
কিরাতের সনে বুঝি বা আছেন নাথ ;
কিম্বা কোন বিজন গহ্বরে—
নাহি হেরে নরে—
আছেন বা প্রাণেশ্বর ;
হায় সখি, মম ভাগ্যে পতি-সেবা নাই ;
তাই প্রাণনাথ পলাইল আমা ছাড়ি' ;
নহে, সে তেমন নয়—
আমা বিনা কোথাও না রয় ,
সই ! সে আমার—
আমার সে হৃদয়ের রাজা ;
তবে কেন হ'ল গো এমন !—
কোথা মোরে আছ ভুলে ?

কেশিনী। পতি-ধ্যান, পতি-জ্ঞান,
পতি-পূজা দিবা নিশি—
ইষ্ট দেব পতি তব ;
পরি' অৰ্দ্ধ শাড়ী
তপাচারী তুমি পতির সাধনে ;
এ সাধন বিফল না হয় ।
পতি ভক্তি উঠিবে ধরায়,
পতিব্রতা পতি যদি নাহি পায় ;

সতীর বাসনা পূর্ণ করে নারায়ণ।
যার তরে ঝরে আঁখি-নীর—
সে কি আছে স্থির ?
দিয়ে অর্দ্ধ চীর ছেড়ে গেছে বনমাঝে—
নিশি দিনে শেল সম বাজে তাঁর প্রাণে।
আসিলে যামিনী, চক্রবাক-চক্রবাকী যথা—
কাঁদে দোঁহে দুই পারে,
তেমনি তোমরা সই !
পোহায় রজনী,
আসে দিন,—হবে লো মিলন।

দম। রাজরাণী ছিলাম সজনি !
প্রাণনাথে শত শত কিঙ্কর সেবিত ;
ভেবেছিনু—বনে থাকি' নাথ সনে
রাজ্যসুখ ভুলাইব সেবা করি ;
ছি ! ছি ! বিড়ম্বনা, রহিল বাসনা,—
হায় পতি-হারা কত দিন রব আর ?

কেশিনী। সখি, চল যাই রাণীর আগারে ;
শুনি গিয়ে—
কোথা হ'তে কিবা আসে সমাচার।

দম। চল যাই, যত দিন রব—
আশা কভু না ছাড়িব।

প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নগর-প্রান্ত

বিদূষক

বিদূ। আমার তবু অভ্যাস আছে,—ঋতুপর্ণ বুঝি মরণাপন্ন! আজ রিশের উপর রথ চালান! রাজা আজ ঘুম'বে—ওর রংটা আমি ধুয়ে ফেল্‌ছি। বাবা! এ খোস্‌ খত্‌ রঙের মশলা পেলে কোথা? কি—ঘেঁটু পাতা ফাতা মেড়ে বুঝি ক'রেছে। আমার সন্দ হয়, ছটাক খানেক পুষ্কুরে ঘাম আছে। এই রইলেন গোঁপ্‌—আর এই রইলেন দাড়ি; বাবা। সারারাত্‌ কুট্‌কুটিয়ে মরি। এই বার পাড়ি দিই রাজ-সভায়। ঋতুপর্ণটা কি ক'র্‌বে?—খানিক আম্‌তা আম্‌তা ক'র্‌বে আর কি।

প্রস্থান

নল ও ঋতুপর্ণের প্রবেশ

নল। মহারাজ, আশ্চর্য্য গণনা-বিদ্যা তব,
দৃষ্টিমাত্র গণিলে রাজন্‌!
দেখিলাম ন্যূনাধিক এক পত্র নয়;
কৃপা করি, দেহ বিদ্যা মোরে।

ঋতু। গুণবান্‌ তুমি হে বাহুক!
যোগ্য পাত্র এ বিদ্যা লইতে;
চিত্ত-স্থৈর্য্য এ বিদ্যার মূল।
মনের নয়ন—সদা উন্মীলন;

নিমেষে সংসার হেরে !
সদা সচঞ্চল—ধারণা না রহে তার ।
দীক্ষা নাহি দিব—সমযোগ্য তুলি মম ;
বৃক্ষপত্রে মন্ত্র লিখে দিই ।

নল । মহারাজ, দাস আমি—অধীন তোমার ।

ঋতু । হে বাহুক !
কভু তুমি নহ সাধারণ ।
হেন অশ্ব-সঞ্চালন সামান্যে কে জানে ?
ভাণ্ডাও না মোরে ;—
চিরদিন গুণের গৌরব রাখি,
লহ বিদ্যা ।

পত্র প্রদান

নল । অশ্ব-বিদ্যা কৃপা করি, লন যদি প্রভু,
কৃতার্থ হইবে দাস ।

ঋতু । তুমি—সখা মম ;
সখা, লব বিদ্যা তব ঠাঁই ।
ভাল, কোথা গেল সে ব্রাহ্মণ ?

ছদ্ম-শ্মশ্রু পতিত দেখিয়া

হের ছদ্ম-শ্মশ্রু কার হেথা ।

নল । ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ নিশ্চয় ;
আছে বুঝি রথে ।

ঋতু । কর মন্ত্র-পরীক্ষা বিরলে ;

ততক্ষণ দেখি বন-শোভা ;
পশ্চাৎ আনিহ রথ।

নল। যথা আজ্ঞা, মহারাজ !

ঋতুপর্ণের প্রস্থান

এ কি ! অন্য চক্ষু কোথা ছিল এত দিন ?
এই বৃক্ষ কোটি পত্র ধরে !

কলির প্রবেশ

কলি। মহারাজ, রক্ষা কর মোরে।
তুমি দয়াময়—কৃপা কর, আমি কলি ;
ছলিয়া তোমায—
কি কহিব কত দুঃখ সহিয়াছি নররায় !
একে তব পুণ্য-তাপে তনু দহে,
দময়ন্তী-দীর্ঘশ্বাসে সন্তাপিত প্রাণ ;
তাহে, কর্কট-গরলে
দেহ মম অহরহ জ্বলে ;—
আর শান্তি নাহি দেহ রাজা।

নল। যাও, কলি, দিলাম অভয়।
কিন্তু, জিজ্ঞাসি তোমায—
নির্দ্দোষীরে ছলি' কিবা ফল ?

কলি। অধিক না বল রাজা ;
অপকীর্ত্তি রহিল আমার ;
গৌরব বাড়িল তব।

সত্য করি সম্মুখে তোমার,—
যেবা তব নাম লবে—
মম অধিকার—
তদুপরে না রহিবে আর।

নল। মম দুঃখে ঘুচে যদি মানব-যন্ত্রণা—
ছল নহে—
বর তব কলি!
যাও নিজ স্থানে, করেছি মার্জ্জনা;
নহ তুমি দোষী,—
ভুঞ্জিলাম-নিজ কর্ম্মফল।
কৃপায় তোমার,—
কীর্ত্তি মম রহিল ধরণী-তলে।

কলি। আজ্ঞা কর—যাই নিজস্থানে।

কলির প্রস্থান

নল। অদূরে নগর,—
কিন্তু, মহোৎসব-ধ্বনি কিছু নাহি শুনি।
মিথ্যা স্বয়ম্বর,—
ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ-নিশ্চয়;
স্বর যেন পরিচিত।
নহে, কার শ্মশ্রু হেথা?
সে আমারে ভুলিতে কি পারে?
পিত্রালয়ে থাকিত যতনে-—

কেন তবে আসিবে গহনে ?
ইন্দ্রাণী হইত, কেন বা বরিবে মোরে ?
মিথ্যা স্বয়ম্বর !
ভুলেছে আমায় ?
এ সংসার দৈত্যের রচনা তবে !
হেন ধরা—ত্যাগ-প্রয়োজন,
যথা সতী নিজ পতি ছাড়ে।
হায় ! জানি সে আমার—
তবু কেন যন্ত্রণা ঘোচে না ?
কর্কটে না করিব স্মরণ ;—
ছদ্ম-বেশে দেখিব এ স্বয়ম্বর।
ছাড়িয়াছে কলি—তবু কেন প্রাণে জ্বলি

ঋতুপর্ণের প্রবেশ

ঋতু। দেখিলে কি মন্ত্র মোর পরীক্ষা করিয়া
নল। বিদ্যা তব অদ্ভুত সংসারে !
ফুটিয়াছে নূতন নয়ন মম।
মহারাজ, আসিছেন বিদর্ভ-ঈশ্বর,
তব অভ্যর্থনা হেতু।
আসিয়াছি নগরের ধারে—
সমাচার দেছে বুঝি ব্রাহ্মণ যাইয়ে।

ভীমসেনের প্রবেশ

ঋতু। (নলের প্রতি) এই মহারাজ ভীম ?

ভীম। অযোধ্যা-ঈশ্বর ! বড় কৃপা তব।
পবিত্র বিদর্ভপুরী তব আগমনে !
করুন জ্ঞাপন—
কোন্ প্রয়োজনে পদার্পণ মমাগারে ?

ঋতু। (স্বগত) কোন্ প্রয়োজন ?
প্রকাশ্যে মহাশয় ! গৌরব তোমার প্রচার ভুবনময় ;
আসিয়াছি সৌহার্দ্দ্য—কারণ।

ভীম। পরম সৌভাগ্য মম ;
হেথা আর বিলম্বে কি কাজ ?
কৃতার্থ করুন মোরে হ'য়ে অগ্রসর।

ভীমসেন ও ঋতুপর্ণের প্রস্থান

নল। কুহকে আচ্ছন্ন প্রাণ মোর,
কিছু না বুঝিতে পারি।
মিথ্যা স্বয়ম্বর।
কে বা সে ব্রাহ্মণ ? যেন পরিচিত স্বর।
সখা মম !
কি আশ্চর্য্য ! কলির ছলনে
নারিলাম সখারে চিনিতে ?
রথ ল'য়ে যাই পাছু পাছু।

প্রস্থান

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। বাবা! দূর থেকে দেখিয়ে দিয়েই পেছ কাটিয়েছি। ঋতুপর্ণ কিছু বিস্ময়াপন্ন! এখন ত বাহুক মশাইকে না মেজে নিলে নয়! যদি রাজা-রাণীতে জোট খায়—আমিও ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে বাম্‌ণীর আঁচল ধরি। সৎসঙ্গে কাশীবাস; দেখ না—গরীব বামুনের ছেলে—আমাদের পিরীতে বাবা বিচ্ছেদ কেন? পিরীতটে কিছু ছোঁয়াচে রোগ;—রাজার ছোঁয়াচ লেগেচে—বাম্‌ণীটাকে ছেড়ে আস্‌তে হয়েছে। কিন্তু, পিরীত অত গড়ায নি,—নিম্‌পাতা বেঁটে মুখে মাখ্‌তে হয় নি! দেখ, কেমন আমোদ হ'চ্চে, যদি সেদিন হয়, রাজা যদি সিংহাসনে বসে—তা হলে পুষ্করকেও আশীর্ব্বাদ করি, আর লোককে গাল-মন্দ দেওয়া ছেড়ে দিই—তা নয়—স্বভাব যায় না মোলে।

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

দময়ন্তী ও কেশিনী (সখী)

দম। দেখ সখি, অদ্ভুত সারথি—
যার করে বায়ুভরে অশ্বগণ ধায় !
সখি, প্রাণ যায়—লহ পরিচয়।
বল গিয়ে—ছদ্মবেশ সাজে নাক আর।
সই, লোকলাজে কহিতে না পারি,
কত মনে করি ;
ভাবি পুনঃ—অদৃষ্ট প্রসন্ন নয়।
শুনি' রথধ্বনি কত কাঁদি আমি উন্মাদিনী,
প্রাণসই, বিধি কি প্রসন্ন হবে ?

কেশিনী। রাণি, এত দিনে দুঃখ অবসান তোর ;
রাজপুরে যে কথা শুনিনু—
মম মনে ঘুচেছে সংশয়।
অন্য কেহ নয়—নল মহাশয়
উদয় সারথিবেশে।
অগ্নি বিনা করেন রন্ধন,
দৃষ্টিমাত্র স্নিগ্ধ নীরে শূন্য কুম্ভ ভরে,

নীরস কুসুম সরস কর-মর্দ্দনে ;
ক্ষুদ্র দ্বার হয় দীর্ঘাকার
সারথিরে দিতে পথ।
বল, এ’ লক্ষণ নরে আর কার ?
ভাব যদি মলিন বরণ—
দেখ চেয়ে আপন বদন,
নিজ অঙ্গ হের হেমাঙ্গিনি !

দম। সখি, এ’ লক্ষণে—
প্রত্যয় না মানে মন।
যাও তুমি, কথায় কথায়
জানাইও দুঃখের বারতা মম।
ব’লো আসি’—কি পাও উত্তর।
পার যদি বুঝিও অন্তর।
ব’লো ব’লো—পুত্র-কন্যা ত্যজি,
পতি সনে পশি বন মাঝে।
একাকিনী নিদ্রিতা কামিনী
ছাড়ি কোথা গেল স্বামী।
দেখ’ দেখ’—এ কাহিনী শুনি,
আসে বা না আসে চক্ষে জল।
ব’লো যত পেয়েছি যন্ত্রণা ;
দীর্ঘশ্বাস করিও গণনা—
দেখ’—কোন’ বেদনা আছে কি প্রাণে তার

পার যদি কথায় কথায়,
আছি যে দশায়,
ব'ল' সখি, সারথিরে।
প্রাণে প্রাণে জানিলে লক্ষণ—
মম প্রাণধন তবে ত জানিব সই।

দময়ন্তীর প্রস্থান

রাজরাণীর প্রবেশ

রাণী। শুন মা কেশিনি! লোকমুখে শুনি—
বাহুক সারথি অদ্ভুত-প্রকৃতি নর!
কার্য্য তার লোকাতীত সব!
নলরাজসম সকলি লক্ষণ তার।
কেশিনী। দেবি! নিশ্চয় এ নলরাজা।
রাণী। দময়ন্তী বিনা সত্য-মিথ্যা কে বুঝিবে?
কেশিনী। দেবী আদেশ দেছেন মোরে
ল'তে পরিচয়।

উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

তোরণ

নল

নল। (স্বগত) ছিল দিন—চতুরঙ্গ দলে

এসেছিনু বিদর্ভ নগরে;

প্রতিবাদী ইন্দ্র স্বয়ম্বরে!

আজি—বাহুক সারথি!

দময়ন্তী আছে সুখে—

আর কিছু নাহি প্রয়োজন।

লোকালয়ে আর নাহি রব।

ছি! ছি! কেন হব ঘৃণার ভাজন?

সকলি রহিল—আশা ফুরাইল;—

প্রাণ যেন তরঙ্গে তরঙ্গে দোলে।

মনে হয়—সে যেন জেনেছে—

সে যেন চিনেছে;

পলে পলে জ্ঞান হয়—আসে,

কহে সকাতর ভাষে,—

কেন নাথ! ভুলে ছিলে?

বিড়ম্বনা—বিড়ম্বনা!

ছি! ছি! পুনঃ স্বয়ম্বর!
দেব নর সকলে জেনেছে।
সত্য, মিত্র কর্কট আমার;
যদি প্রাণ যায়—নাহি দিব পরিচয়।

কেশিনীর প্রবেশ

কেশিনী। মহাশয়! রাজকন্যা প্রেরিলেন মোরে।
মহামতি আছিলেন নলের সারথি,—
জান যদি বল সূতবর!—
বনবাসে অর্দ্ধবাসে ত্যজি' বামা,
কোথা গেছে মহারাজ?
ক'র না চাতুরী—কহ সত্য করি'—
কিবা অপরাধে,
প্রমদায় ফেলিয়ে প্রমাদে
পলাইল নৃপবর?
ছি! ছি! নিদ্রাগতা—
হেরিয়ে বয়ান কাঁদিল না প্রাণ?
ইন্দ্র ছাড়ি' বরে যারে—
হায়! হায়! কেমনে সে গেল ছেড়ে?
ব'লেছেন রাজবালা মোরে,
সমিনতি জানাতে তোমারে—
যদি কভু রাজারে দেখিতে পাও—

ব'লো তাঁরে কৃপা করি'—
নিদ্রা পরিহরি, হেরে বামা শূন্য পাশ,
স্বামী নাই কাছে ;
উন্মাদিনী ধনী—
উন্মাদ রোদনধ্বনি—জাগাইল প্রতিধ্বনি বনে ;
বামারে নিরখি,
অশ্রুজল বরষিল পাখী,—
বনশাখী ম্রিয়মাণ তাপে।
শূন্যপ্রাণা শূন্য মনে ধায়
যথা পদ যায—কভু ওঠে, কভু পড়ে ;
যদি দেখা পাও, ব'লো নলরাজে—
হেন কাজ তাঁহারে কি সাজে ?

নল। মিছা তিরস্কার কর তারে সুলোচনে !
দৈব-বিড়ম্বনে কলির ছলনে—
আচ্ছন্ন আছিল নল ;
রাজ্য ধন হারাইল গ্রহকোপে ;
কলির ছলনে,
ভার্য্যা ত্যজি' গিয়েছে কাননে,—
নল তাহে নহে দোষী।
শুন হে রূপসি,
যেই নারী পতি-পরায়ণা—
সদা করে পতিরে মার্জ্জনা ;—

পুনঃ স্বয়ম্বরা সে ত কভু নাহি হয়।
কি ভাবে কোথায় বঞ্চে নররায়—
অগোচর কথা ;—
সে বারতা কহিব কেমনে ?
কিন্তু জানি পুরুষের মন,—
নারীর যেমন পলে পলে বিচঞ্চল,
পুরুষের নহে তাহা,—
নহে জল-রেখা—তখনি মিলায়—
প্রস্তরে অঙ্কিত ছবি চিরদিন রয়।
নলরাজ আছে কি দশায়,
কেমনে হে, বলিব তোমায় ?
পরে কি পরের কথা বুঝে ?
যার ব্যথা আছে মনে, শুন চন্দ্রাননে,
অন্য জনে সে ত নাহি বলে।
নারী বিনা শূন্য ধরা যায়,
এমন বিকার
সে নাহি প্রকাশে ভাষে—
পাছে লোকে হাসে।
কাল সর্প হৃদয়ে সে পোষে ;
অধীর দংশনে, তবু রাখে সে যতনে !

কেশিনী। সত্য মহাশয় !
পরের হৃদয় পর না বুঝিতে পারে।

নহে, দেহ মন জীবন যৌবন সঁপি
নারী কেন হবে দোষী ?
পতি প্রাণের আশ্রয়,
পতি বিনা সব শূন্যময়,—
এ কথা ত পুরুষ বুঝিতে নারে !
কঠিন অন্তর—
নানা রসে বঞ্চি' নিরন্তর,
ভালবেসে দেয় নাই দেহ প্রাণ,—
তারে কে বুঝাতে পারে ?
ভালবাসা নারীর প্রাণের সাধ ;
প্রাণপতি অন্বেষণ তরে
কলঙ্কে না ডরে ;—
পুরুষ-অন্তরে এ বোধ না পশে কভু ।
দেশে দেশে পাগলিনীবেশে
প্রাণেশে খুঁজিয়ে ধায় ;—
কঠিন পুরুষ জাতি
অনায়াসে ভার্য্যা ত্যাগ করে ;—
সে অন্তরে প্রত্যয় কি হয় কথা ?
প্রাণ ছলময় !—
তাই ভাবে নারীর প্রণয়—ছল ।
আত্ম-বিসর্জ্জন পুরুষ শিখেনি কভু ;
কথায় কথায় প্রয়োজন গেছি ভুলে,-

কোথা নলরাজ গোচর নহেক তব ?
বলুন আমায়, কি বলি সখীরে গিয়ে।

নল। ধরামাঝে চাহে কেহ নলের সংবাদ—
জানিলে এ কথা—
সমাচার আসিতাম জেনে।
আসিয়াছি স্বয়ম্বরে রাজারে লইয়ে—
বল, কি উত্তর দিব ?

কেশিনী। ভাল, শুনিলাম অগ্নিবিনা করেন রন্ধন,
দৃষ্টিমাত্র পূর্ণ হয় ঘট—
সত্য কি এ কথা ?
অদ্ভুত এ বিদ্যা—কোথা পেলে মহাশয় ?

নল। শুন সুবদনি !
বিদেশী সারথি আমি—
লোকে মন্দ কবে—
হেথা তব রহিতে উচিত নয়।
বিদ্যা মোরে দিয়েছেন নলরাজ ;
যাও সুলোচনে, যাব আমি অশ্বশালে।

নলের প্রস্থান

কেশিনী। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস—নয়নের নীর—
আর কি ভুলাতে পার ?
অভিমানে নাহি দেয় পরিচয়।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। হাঁ গো ঠাক্‌রুণ !
বাহুক মশাই কোথায় ?

কেশিনী। গিয়েছেন অশ্বশালে।

বিদূ। বলি ঝামেলা কিছু বেশী করেছিলেন কি ? আপনাদের ত রোগ আছে। তা বলুন তাড়াতাড়ি ধরি, একবার ঘোড়সোয়ার হ'লেই পগারপার। রাণী ঠাক্‌রুণকে বলুন—বদলি চল্‌বে না, স্বয়ং আসরে নাব্‌তে হবে। রঙ্‌ ধুনো দিয়ে চিটে ধরিয়েছে—জলে ধোবার কাজ নয়; চক্ষের জলে ধুতে হবে। চান করতে যাচ্ছে, আমি বলি ভান কচ্চে ;—পেছু নিলুম—জল থেকে উঠলো, থান্‌কে থান্‌ রঙ্‌ বজায়। বাবা ! এ আঁতের কালী, মুখে ফুটে বেরিয়েছে ! চল আমরা যাই। রাণীকে পাঠিয়ে দাও ;—আমি হেথা নিয়ে আস্‌ছি।

উভয়ের প্রস্থান

নলের পুনঃ প্রবেশ

নল। পূর্ব্ব কান্তি কর্কট ফিরায়ে দিল ;
ব'লে গেল উপযুক্ত এ সময়।
আত্ম-পরিচয়,
গোপনে কেমনে রাখি আর ?

দময়ন্তীর প্রবেশ

দম। নাথ ! কেন নাহি দেহ পরিচয় ?
ভাব—ভুলাইয়ে যাবে ?

প্রাণেশ্বর ! আর না পারিবে

কাল-নিদ্রা আর না আসিবে চক্ষে ;

আর ছেড়ে নাহি দিব।

নল। শুন প্রিয়ে ! নহি অপরাধী ;—

কলির তাড়নে, বরাননে,

বনে ফেলে পলাইনু ;

জান তুমি—-

স্বেচ্ছায় কি যেতে পারি তোমা ছেড়ে ?

সারথির বেশে এসেছি এ দেশে

তোমারে দেখিতে প্রিয়ে !

কার গলে পুনঃ দেহ মালা—

রাজবালা, দেখিতে হইল সাধ।

কোন্ ভাগ্যধর—

আদরে ধরিবে পুনঃ কর !

দেখে গেছি মলিন বদন,

চাঁদ মুখে দেখে যাব হাসি,—

হে প্রেয়সি, এই হেতু এসেছি এ স্থানে।

দম। নলরাজ-আশে হয়েছিনু স্বয়ম্বরা ;

নলরাজ-আশে পুনঃ স্বয়ম্বরা ভাণ।

হের বেশ—

পুষ্পহার করে নাহি সাজে আর !

নয়ন-আসারে গেঁথে মালা দিব গলে।

সাক্ষ্য হও, জগত-প্রাণ সমীরণ !
বল কার তরে প্রাণ-বায়ু বহে মোর ?
প্রভু, নলরাজ-অভিলাষী,
নলে ভালবাসি,
অন্য দোষে নহি দোষী ,—
কভু নল বিনা অন্য জনে নাহি জানি ।
যদি হই সতী—
দেবগণ ! করি হে মিনতি—
প্রাণপতি দেহ মোরে ;
নহে, প্রাণে কাজ কি আমার !

দৈববাণী । সংশয় না ভাব তুমি, পুণ্যশ্লোক নল !
সাধ্বী সতী পত্নী তব ।

আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি

নল । একি ! দৈববাণী ?
পুষ্পবৃষ্টি করিছেন দেবগণে !
কিঙ্কর চরণে তব—
ক্ষমা কর, প্রাণেশ্বরি !

দম । প্রাণেশ্বর,
দাসীরে মিনতি নাহি সাজে ।

ঋতুপর্ণ, ভীমসেন ও রাণীর প্রবেশ

ভীম । বৎস,
যে আনন্দে পূর্ণ আজি হৃদয় আমার—

কবি আশীর্ব্বাদ—
সে আনন্দে বঞ্চ চিরদিন।

রাণী। বৎস, এত দিন কোথা ছিলে ভুলে ?

নল। মাতা, কর আশীর্ব্বাদ ;—
সকলি গো দৈব-বিড়ম্বনা।

ঋতু। মহারাজ, ভুলে আছ সখারে কেমনে ?
(দময়ন্তীর প্রতি) দেবি ! সুধাও স্বামীরে তব—
সখী তুমি মম।

দম। অযোধ্যা-ঈশ্বর, চিরঋণী আমি তব।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। স্বয়ম্বর বিদর্ভ নগরে—
সত্য মিথ্যা দেখুন, বাহুক মশাই !
রাজা, রাজা !
সখা ব'লে ডাক হে, বারেক।

নল। সখা, যে গুণ তোমার—
তব ধার শত জন্মে
নাহি হবে পরিশোধ।

পুষ্কর, কলি ও অনুচরের প্রবেশ

কলি। মহারাজ, এই সহোদর তব,
কিঙ্কর আমার,

আজি হ'তে কিঙ্কর তোমার—
আমি তব অনুগত।

পুষ্কর। কেন? কেন? কিঙ্কর কি হেতু?
পাশায় জিনিছি রাজ্য, ফিরে নাহি দিব;
মৃত্যু পণ মম।

নল। যুদ্ধ কিম্বা পাশাক্রীড়া যেবা তব মন—
করহ পুষ্কর ত্বরা।

কলি। ত্যজ আশা,—
দ্বাপর না সহায় হইবে আর
জানু পাতি' যাচহ মার্জ্জনা—
পুণ্যশ্লোক নলরাজা ক্ষমিবেন তোরে।
নহে, সত্য কহি,
ধন-প্রাণ কিছু না রহিবে তোর।

পুষ্কর। না বুঝে করেছি কাজ—
ক্ষমা কর, নৃপবর!

নল। ওঠ, চিন্তা কর দূর;
নাহি ভয়—করিনু মার্জ্জনা।

বিদু। বলি, পুষ্কর মশাই! দেখে শুনে শিখ্‌তে হয়। বাগে পেলেই ধানে-চালে দিতে হয়—এমন নয়; মহারাজ! এখন নয়—যখন রাজ্যে গিয়ে ব'স্‌বেন—রঙের মসলা গুলো আমায় ব'ল্‌বেন। বলি, পুষ্কর মশাই! বল্লে না প্রত্যয় যাবেন—আপনার উপর এক পোঁচ্‌।

সখিগণের প্রবেশ ও গীত

পরজ-বাহার—কাওয়ালী

কে এল—কি ভাবে—রথে করে ?
ওলো এ কি জ্বালা !—সরলা রাজবালা,
বুঝি ভুলায়ে বিদেশী—নে যায় ধ'রে ।
জানে নানা ছল,
দুটি আঁখি করে ছল ছল,—
হেরে মুখশশী হয় প্রাণ বিকল
ফুটে নলিনী কুমুদিনী হেরি নিশাকরে ।

যবনিকা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা